যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ

অধ্যাপক গোলাম আযম

যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৬০

৫ম প্রকাশ
রবিউল আউয়াল ১৪২৫
বৈশাখ ১৪১১
মে ২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

JUKTIR KOSTIPATHORA JONM0NYONTRON by Prof. Ghulam Azam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 12.00 Only.

www.amarboi.org

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রাসংগিক কথা	৫
যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ	৯
পরিবার পরিকল্পনা	১০
পরিবার পরিকল্পনার নামে জন্মনিয়ন্ত্রণ	১১
চিন্তার বিভ্রান্তি	১৪
উদার দৃষ্টিভংগী	১৫
ইসলামের দৃষ্টিভংগী	১৬
জন্মনিয়ন্ত্রণের নিয়ত	১৭
আবিষ্কারের প্রেরণা	২৩
স্থানাভাবের যুক্তি	২৫
জন্মনিয়ন্ত্রণের নৈতিক পরিনাম	২৬
জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জারজ সন্তান	২৮
জন্মনিয়ন্ত্রণ ও সন্তান হত্যা	৩০
জন্মনিয়ন্ত্রণ অর্থনৈতিক সমাধান নয়	৩১
জনসংখ্যার দোহাই কেন?	৩২
হাদীসের দোহাই	৩৩
একটি হাদীসের জঘন্য অপব্যাখ্যা	৩৫
জনসংখ্যা নাকি প্রধানতম সমস্যা	৩৬
সমস্যা নির্ধারনের দৃষ্টিভংগী	৩৭
সমস্যা চিহ্নিতকরণ	৩৮
জনসংখ্যা কি সমস্যা না সম্পদ?	৩৯
খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা	৪০

www.amarboi.org

পন্য বিনিময়ে অবিচার ৪২
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী এদেশে কেন ব্যর্থ হচ্ছে? ৪৪
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির যুক্তি সম্মত প্রয়োগ ৪৬
থার্ড ক্লাশ মেন্টালিটি ৪৮
ইসলামী চিন্তাবিদ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ৪৯
বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা ৫০
বাংলাদেশের আয়তন বৃদ্ধি ৫২
মানব বংশ বিস্তারের ইতিহাস ৫৩
বাংলাদেশের কথা ৫৪
সব সমস্যার আসল সমাধান ৫৫
জন্মনিয়ন্ত্রণের আরও একটা মারাত্মক পরিণাম ৫৭
চিকিৎসার উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ৫৯
একটা প্রাসংগিক প্রশ্ন ৬২

www.amarboi.org

প্রাশংগিক কথা

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দেশে দুটো মত প্রচলিত রয়েছে। এর ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা বোধ করছে। একদল লোক ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে উঠে পড়ে লেগে কাজ করছেন। সরকার বিরাট অংকের টাকা এ খাতে খরচ করছেন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো জন্মহার কমানো। তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই দেশের এক নম্বর সমস্যা মনে করছেন। জন্মহার কমাতে পারলেই প্রধান সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে তারা প্রচার করছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য রাষ্ট্রপতি অবিরাম দেশবাসীকে নসীহত খয়রাত করে চলেছেন। এমন কি মসজিদের ইমামগণের নিকট এ বিষয়টিকে জুমআর খুতবার আলোচ্য বিষয় বানাবার জন্যও দাবী জানানো হচ্ছে। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণকে এ কাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করার সাথে সাথে তাদের উপর চাপও সৃষ্টি করা হচ্ছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম বিনামূল্যে ও সস্তায় অতি সহজ লভ্য করার কারণে সমাজে নৈতিক , পারিবারিক চারিত্রিক ও সামাজিক কত যে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের মোটেই কোন মাথা ব্যথা নেই। তারা অন্ধের মতো একদিকে অবিরাম চলে যাচ্ছেন। এর পরিনাম চিন্তা করার

www.amarboi.org

কোন অবসর তাদের নেই। এর কি কি কুফল সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সে দিকে খেয়াল কারার মতো কোন চেতনাই তাদের নেই। তারা এ বিষয়ে উগ্র চরমপন্থীর একরোখা ভূমিকাই পালন করছেন।

অপর দিকে দেশের আলেম সমাজ ও ধার্মিক লোকেরা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সংগত কারনেই বিরূপ মনোভাব পোষন করেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে অশ্লীল প্রচারাভিযানের ফলে অবিবাহিতদের মধ্যে ব্যাপক যৌন অনাচার, পত্রিকায় কুমারী মাতার করুন কাহিনীর খবর, যুব সমাজে যৌতুক ছাড়া বিয়ের প্রতি অনীহা ইত্যাদির কারণে দ্বীনদার লোকদের মনে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি ঘৃনা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তাই তারা জন্মনিয়ন্ত্রণকে কোন অবস্থায়ই জায়েয মনে করেন না।

আল্লাহ পাক কুরআনে সব ব্যাপারেই জ্ঞান বুদ্ধি, যুক্তি ও বিবেকের প্রতি মানুষকে আহবান জানিয়েহেন। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য যুক্তির কষ্টি পাথরে যাছাই করা প্রয়োজন। যুক্তি প্রদর্শন ব্যতীত হারাম ফতুয়া দিয়ে অপর মতের সমর্থকদের মত পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (রঃ) ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ নামক তথ্য বহুল ও যুক্তিসিদ্ধ যে গ্রন্থ রেখে গেছেন তা চিন্তাশীলদের জন্য বড়ই উপযোগী। মরহুম আবদুল খালেকের জনসংখ্যা বিস্ফুরণ ও বাংলাদেশ নামক বইটিও এ বিষয়ে অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহী।

একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে ভারসাম্য পূর্ণ জ্ঞান ব্যাপকভাবে বিতরনের আশা নিয়েই আমি

www.amarboi.org

কলম ধরা কর্তব্য মনে করেছি। পরিবার পরিকল্পনার নামে যা কিছু করা হচ্ছে তা বিবাহের পবিত্রতা, পরিবারের শান্তিশৃংখলা ও মুসলিম সমাজ কাঠামো যে ভাবে ধ্বংস করে চলেছে তা বিবেকবানদেরকে বিচলিত না করে পারে না।

আলেম সমাজ, বিশেষ করে মসজিদের ইমাম ও ওয়ায়েযগন, সর্বস্তরের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ, নৈতিক চেতনা সম্পন্ন শিক্ষিত মহল এবং সাধারণভাবে দ্বীনদার জনগণ যদি এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকাই পালন করতে থাকেন তাহলে জাতির চরিত্র ও সমাজের নৈতিক কাঠামো সম্পূর্ন ভেংগে পড়ার আশংকা রয়েছে।

তাই যুক্তির কষ্টি পাথরে বিচার করে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সবাইকে উদাত্ত আহবান জানাই। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয় এবং নিষ্ক্রিয় থাকাও বিবেক সম্মত নয়। এ ব্যাপারে এ পুস্তিকাটির বক্তব্য যদি বিবেচনা যোগ্য বলে গন্য হয় তাহলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব। আল্লাহপাক সবাইকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের তাওফীক দান করুন।

আমীন

গোলাম আযম

ডিসেম্বর–১৯৯০

এই পুস্তিকায় যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা একান্তই আমার ব্যক্তিগত। এ বিষয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য থাকতে পারে। পাঠক পাঠিকাদের নিকট অনুরোধ রইল, কোন কথা সংশোধন যোগ্য মনে হলে লিখে জানাবেন।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রত্যেক বিষয়েই পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ হওয়া উচিত। বিনা পরিকল্পনায় কোন কাজই ফলদায়ক হতে পারেনা। গঠনমূলক কাজ পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভবই নয়। বিনা পরিকল্পনায় কোন বাড়ী তৈরীর কাজে হাত দিলে বার বার এত বেশী ভাংগার কাজ করতে বাধ্য হতে হবে যে, গড়ার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্ব জগত বিনা পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেননি। তাই তাঁর সৃষ্টিতে কোথাও অসামঞ্জস্যতা, বিশৃংখলা, অনিয়ম ও অন্য কোন রকম দোষ ত্রুটি খুজে পাওয়া যাবেনা বলে সূরা মুলক এর ৩য় আয়াতে তিনি দৃপ্ত দাবী পেশ করেছেন। আল্লাহ পাক মানুষকে ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তারই দরুন যেখানে মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চলেনা সেখানেই অসংগতি, অশান্তি ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। মহাশূন্যের গ্রহালোকে, মহাসমূদ্রে, বনজংগলে ও পশু জগতে কখনও মানব সমাজের মতো বিশৃংখলা দেখা দেয়না। কারণ ঐ সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর পরিকল্পনা তিনি নিজে বাস্তবে কার্যকর করেন। মানুষের মতো স্বাধীনতা তাদেরকে তিনি দেননি।

www.amarboi.org

পরিবার পরিকল্পনা

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারই হলো মানুষ গড়ার মূল কেন্দ্র এবং সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি। এজন্য পরিবার গড়ার ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যাপক। পারিবারিক জীবনকে সর্বাংগীন সুন্দর করার জন্য ইসলাম যত বিস্তারিত বিধান দিয়েছে, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন অংগনের জন্য এমন পূর্নাংগ বিধি দেয়া আল্লাহ পাক প্রয়োজন মনে করেননি। ইসলাম রাজনীতি ও অর্থনীতির জন্য কতক মৌলিক বিধান দিয়ে তারই আলোকে যত আইন দরকার তা বানাবার সুযোগ মানুষকে দিয়েছেন। কিন্তু পরিবারের বেলায় পূর্নাংগ বিধান দিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের এ মূল কেন্দ্রটি সকল রকম ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা পায়। বিবাহ, তালাক, ফরায়েয (সম্পত্তি বন্টন), স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য, পিতামাতা ও সন্তান সন্ততি সম্পর্ক, বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি কর্তব্য , অক্ষম ভাইবোন ও নিকটাত্মীয়দের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এ সবের বিধান রচনার দায়িত্ব তাদের হাতে দিলে ইনসাফ কিছুতেই সম্ভব হতে পারেনা। তাছাড়া এ সব সম্পর্ক আবেগ দ্বারা পরিচালিত বলে ভারসাম্যপূর্ণ বিধান রচনা করতে মানুষ সম্পূর্ণ অক্ষম।

আল্লাহ তায়ালা পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে চান বলেই তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবার গড়ার মূলনীতি তিনটিঃ

১। বিয়ে সবচেয়ে সহজ হতে হবে, যাতে বিবাহ যোগ্য নারী পুরুষের নৈতিকমান বহাল থাকে।

www.amarboi.org

২। বিবাহ ছাড়া নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার সকল পথ বন্ধ করতে হবে, যাতে মানুষ বিবাহ ছাড়া যৌন সম্পর্কের কোন সুযোগ না পায়।

৩। নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে সমাজে অবৈধ সন্তান জন্ম নিতে না পারে।

পরিবারের জন্য আল্লাহর বিরাট পরিকল্পনার সামান্য ইংগিতই এখানে দেয়া হলো। পরিবার পরিচালনা সংক্রান্ত মূলনীতি এখানে আলোচনা করা হচ্ছেনা। আর তা এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ও নয়।

পরিবার পরিকল্পনার নামে জন্মনিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণকে মানুষের নিকট আকর্ষনীয় করার জন্য এর নাম দেয়া হয়েছে "পরিবার পরিকল্পনা"। জন্মনিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে পরিবারের "মহাকল্যানের পরিকল্পনা" করা হয়েছে বলে যাতে সবাই মনে করে নেয় সে উদ্দেশ্যেই একটি জঘন্য কাজকে একটা সুন্দর লেবেল লাগিয়ে পেশ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে এর মারাত্মক কুফল ফলতে শুরু করেছে। কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করছিঃ

১। মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়া এখন অত্যন্ত ব্যয় বহুল হয়ে পড়েছে। রিকসাওয়ালা এবং কুলি মজুররা পর্যন্ত মেয়ের পক্ষ থেকে সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও, নগদ টাকা ইত্যাদি ছাড়া বিয়ে করতে চায়না। যৌতুক প্রথা মুসলমান মধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবারে কখনও ছিলনা। জন্মনিয়ন্ত্রনের মাল-মসলা সহজ হওয়ার দরুন বিয়ের বোঝা মাথায় না

www.amarboi.org

নিয়েও নারী সম্ভোগ সহজ হয়ে গিয়েছে বলে এখন স্ত্রী পাওয়ার জন্য বিয়ের প্রয়োজনের চেয়ে যৌতুকের জন্যই যেন পুরুষের বিয়ে দরকার।

পুরুষের চরিত্র তেমন ভাল না হলেও সে মেয়ে পায়, কিন্তু মেয়ের সামান্য বদনাম থাকলে লম্পট পুরুষও তাকে বিয়ে করতে চায়না। তাই বিয়ের বয়স হলে ধারকর্জ করে যৌতুক দিয়ে হলেও মেয়েকে বিয়ে দিতে পিতা মাতা বাধ্য হয়। এ পরিস্থিতির কারনেই যৌতুক বন্ধের আইন বাস্তবে কোন কাজেই আসছেনা। যৌতুকের আসল কারন দূর না করলে আইন অর্থহীন হতে বাধ্য।

২। জন্মনিয়ন্ত্রনের সরজ্ঞাম সহজলভ্য হওয়ার ফলে গর্ভ ধারনের আশংকা নেই মনে করে অবিবাহিতা মেয়েরাও বিভিন্ন কারনে পুরুষের নিকট দেহ দান করছে। এর ফলে দেশে ব্যভিচার জঘন্য আকার ধারন করেছে। সহশিক্ষা ও নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির ফলে যৌন অনাচার মহামারীতে পরিনত হয়েছে।

৩। জন্মনিয়ন্ত্রনের ব্যাপক প্রচারের ফলে ও গর্ভধারনের সম্ভাবনা রোধের ব্যবস্থা থাকায় গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত জিনার এতটা প্রচলন হয়েছে যে, উপজিলা ও পল্লী পর্যন্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে অবিবাহিতা মেয়েরা বেশ সংখ্যায় গর্ভপাত করাচ্ছে। দেশে গর্ভপাত করা বে আইনী। কিন্তু সরকারের নিকট নৈতিকতার কোন গুরুত্ব নেই বলে 'এম আর' নামে সর্বত্র গর্ভপাত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এম, আর মানে (Mensturation Regu-

www.amarboi.org

lation) বা বন্ধ মাসিক ঋতু বা হায়েয বহাল করা। গর্ভ ধারন করলে হায়েয বন্ধ হয়ে যায় বলেই গর্ভপাতের জন্য এ নাম চালু করে এতবড় অপকর্ম সমাধা করা হচ্ছে।

এ সব কি পরিবার গড়ার কোন পরিকল্পনার লক্ষন হতে পারে? প্রকৃত পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিবার ভাংগারই মোক্ষম পরিকল্পনা। নিরাপদ জিনার সুযোগ থাকায় অবৈধ যৌন সম্পর্ক সহজ হয়ে গেছে। এতে পর্দাহীন পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আস্থাও বিপন্ন হয়ে পড়ছে। স্ত্রীর গর্ভে কার সন্তান রয়েছে সে ব্যাপারে প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার কারণও ঘটছে।

একটি মুসলিম সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার এ জাতীয় প্রচলন পরিবারের গোটা কাঠামো ও সমাজ বন্ধনের সমস্ত বিধি চুর মার করার যে ভূমিকা পালন করছে তাতে শীগগীরই ইউরোপ ও আমেরিকার মতো এ দেশেও 'বয় ফ্রেন্ড' এবং গার্লফেন্ড প্রথা বিয়ের স্থান দখল করে নেবার প্রবল আশংকা দেখা দিয়েছে। সুতরাং পরিবার পরিকল্পনার নামে যে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা দেশে চালু করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে পরিবার ধ্বংসেরই মহা-পরিকল্পনা। "বয়ফ্রেন্ড ও গার্ল ফ্রেন্ড" প্রথা বিয়ে ছাড়া যৌন সম্পর্কের স্বীকৃত নিয়ম। পিতামাতারও এতে আপত্তি নাই সে সব দেশে।

প্রাথমিকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপরোক্ত মূল্যায়নের পর যুক্তি ও তথ্যের ভিতিতে এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই যাতে সবাই এ বিষয়ে সুবিবেচনার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারেন।

www.amarboi.org

আমাদের শিক্ষিত সমাজ, সরকারী ও বেসরকারী ব্যাপক প্রচার ও পাশ্চত্য থেকে আমদানী করা উপদেশের ফলে যেভাবে জন্মনিয়ন্ত্রনের পক্ষে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছে তাতে এ বিষয়টা খুবই গভীর পর্যালোচনার দাবী রাখে। আজকাল জন্মনিয়ন্ত্রনের নিয়ম কানুন সম্পর্কে বিরাট সংখ্যক লোক জ্ঞানলাভ করেছে। এ জ্ঞানটুকুকে পরিবার গঠনের জন্য কতটুকু কাজে লাগান যেতে পারে এবং কী নিয়তে তা ব্যবহার করা যেতে পারে সে সম্পর্কেও ইসলামের দৃষ্টিতে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করি। এ বিষয়ে শেষ দিকে বক্তব্য পেশ করতে চাই।

চিন্তা ও গবেষনার ক্ষেত্রে বিশ্বে আজ পাশ্চাত্যের নেতৃত্বই প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্যের দেশগুলোতে–বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহে পাশ্চত্যের চিন্তাধারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অনুপ্রবেশ করে চলেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম দেশগুলো এমন সব মুসলিম নামধারী আধুনিক শিক্ষিতদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যাদের অধিকাংশের মন, মগজ ও চরিত্র ইসলামের বিশ্বাস ও জ্ঞানের ভিত্তিতে গঠিত নয়।

এর স্বাভাবিক পরিনাম প্রত্যেকটি মুসলিম দেশেই লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের জ্ঞান ও চরিত্রের অভাবে মুসলিম শাসকেরা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরনকেই উন্নতি ও প্রগতির একমাত্র পথ বলে ধরে নিয়েছেন। অনৈসলামী ভাবাদর্শে গঠিত পাশ্চাত্যের মত ও পথকে তারা মুসলিম হিসাবে স্বধীনভাবে

www.amarboi.org

বিচার করে দেখবার শক্তি থেকেও বঞ্চিত। তাঁরা পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে সুন্দরঅসুন্দর হিসাব করেন, পাশ্চাত্যের মগজ দিয়ে চিন্তা করেন এবং পাশ্চাত্যের মন দিয়েই ভালো মন্দের বিচার করে থাকেন। কোন সিদ্ধান্তকে গ্রহন করবার বেলায় তাঁরা ইসলামের মূল্যবোধ ও মূল্যমান দ্বারা পরিচালিত হন না তাই পাশ্চাত্যপন্থীদের কল্যানে মুসলিমদের মধ্যে আজ সুস্পষ্ট ইসলাম বিরোধী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে।

রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পরিকল্পনা হিসাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটিও পাশ্চাত্য থেকেই আমদানী হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ-তাবাদ, ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় জন্মনিয়ন্ত্রণও মুসলমানদের মধ্যে আদর্শিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। কতক লোক সরকারী ক্ষমতার বলে এ ব্যবস্থা চালু করবার চেষ্টা করছেন এবং একে ইসলাম বিরোধী নয় বলে প্রচার করছেন। আবার কতক লোক ধর্মের দোহাই দিয়ে ফতুয়ার ভাষায় শুধু হারাম ঘোষনা দিয়ে এর বিরোধীতা করছেন। তাই কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যুক্তি সহকারে এর আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

উদার দৃষ্টিভংগী

উদার মনোভাবের দোহাই দিয়ে যারা সব কিছুকেই ইসলাম সম্মত বলে চালিয়ে দিতে চান, তাঁরাও যেমন গোঁড়া, যাঁরা বিনা যুক্তিতেই যে কোন নতুন কথাকেই পরিত্যাজ্য মনে করেন, তাঁরাও তেমনি গোঁড়া। অন্ধ সমর্থন বা অন্ধ বিরোধীতা- এ উভয় মনোবৃত্তিই গোড়ামী। ইসলামের দৃষ্টিতে উদার দৃষ্টিভংগির অর্থ হলো যুক্তি ও বুদ্ধিকে ওহীর (কুরআন

www.amarboi.org

ও সুন্নাহ) কষ্টি পাথরে বিচার করে সিদ্ধান্তে পৌছা। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে কোন বিষয়কেই শুধু পাশ্চাত্য থেকে আমদানী বলেই পরিত্যাজ্য মনে করা উচিত নয়-আর কোন উন্নত দেশে প্রচলিত বলেই কোন কিছুকে গ্রহণ করাও সমীচীন নয়।

ইসলামের দৃষ্টিভংগী

ইসলাম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উপরোক্ত উদার দৃষ্টিভংগী নিয়ে আলোচনা করতে হলে পয়লা ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া দরকার। ইসলাম প্রচলিত অর্থে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় কোন অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ধর্মনিরপেক্ষ কর্মজীবন ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে সব জাতি আজ চিন্তার ক্ষেত্রে দুনিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা ধর্মকে কর্ম জীবন থেকে পৃথক করে নিয়েছে। তাদের সমগ্র কর্মজীবন ধর্ম, আল্লাহ, রসূল, আখিরাত ইত্যাদির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ধর্ম সেখানে নিতান্তই কতটা কর্মহীন বিশ্বাস ও অর্থহীন অনুষ্ঠান মাত্র।

ইসলাম একটি জীবন দর্শন ও জীবন বিধান। কতকগুলো বিশেষ আকীদা বিশ্বাস এর পয়লা বুনিয়াদ। এ সব বিশ্বাসের ভিত্তিতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ইসলামের এক বিশেষ দৃষ্টিভংগী রয়েছে। তাই জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-অসুন্দর ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের এক নিজস্ব মূল্যবোধ ও মূল্যমান রয়েছে। আল্লাহর কুরআন ও রসূলের সুন্নাহ শুধু কতকগুলো বিশ্বাস ও মূল্যবোধই দান করেনি, জীবনের প্রত্যেক বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় আইন কানুনও দিয়েছে ; আবার সে সব আইন

www.amarboi.org

কানুনকে সঠিকভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলবার জন্যও জোর তাকীদ দিয়েছে।

তাই একজন মুসলিম ও একজন জড়বাদী বা ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যক্তির দৃষ্টিভংগী স্বাভাবিক কারনেই পৃথক হতে বাধ্য। কোন কিছুকে গ্রহন ও বর্জন করার ব্যাপারে একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম যখন বিচার বিবেচনা করবে, তখন সে দেখবে যে বিবেচ্য বিষয়টি বাহ্যত এবং পরিনামে ইসলামের আকীদা, মূল্যবোধ ও সামগ্রিক জীবন বিধানের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে কিনা। কিন্ত একজন জড়বাদী শুধু আশু বস্তগত লাভ- লোকসানের ভিত্তিতেই গ্রহন ও বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। ধর্মীয় মুল্যবোধ , নৈতিকতা ও মানবতার দিক দিয়ে এর পরিনাম মারাত্মক কিনা, তা বস্তুবাদী ব্যক্তি বিবেচনার বিষয় বলেই মনে করে না। ইসলাম সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর নিষ্ঠাবান মুসলিমের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথাকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

জন্মনিয়ন্ত্রনের নিয়ত

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজ নিয়ত দ্বারাই বিচার্য "-এ বিখ্যাত হাদীসটির কষ্টি পাথরেই আল্লাহ পাক মানুষের প্রত্যক কাজের বিচার করে থাকেন। এমন কি, একটি বাহ্যতঃ মহান কাজও খারাপ নিয়তের ফলে আল্লাহর নিকট শাস্তির যোগ্য। তাই জন্মনিয়ন্ত্রনের বেলায়ও নিয়তের প্রশ্নটি অত্যন্ত মৌলিক। জন্মনিয়ন্ত্রনের যে আন্দোলন আজ দুনিয়াময় চালু হয়েছে তা কোন্ উদ্দেশ্যে বা নিয়তে? "দুনিয়ায় খাদ্যের অভাব। মানুষ জ্যামিতিক হিসাবে বাড়ছে। কিন্তু

www.amarboi.org

খাদ্যদ্রব্য অংকের হিসাবে উৎপন্ন হয়। তাই মানুষের জন্মনিয়ন্ত্রণ করা ব্যতীত উপায় নেই” এ হলো জন্মনিয়ন্ত্রনের প্রধান যুক্তি। তাছাড়া আরো একটি যুক্তি দেখানো হয়। যে হারে দুনিয়ায় মানব বংশ বেড়ে চলেছে, তাতে কয়েকশ বছর পর নাকি দুনিয়ায় দাঁড়াবার স্থানও পাওয়া যাবে না। তাই, এখন থেকেই মানব সংখ্যা নিয়ন্ত্রন করা দরকার, যাতে দুনিয়া এত বড় সমস্যার সম্মুখীনই না হয়।

দুনিয়ায় খাদ্যাভাব ও স্থানাভাবের কাহিনী কতটুকু সত্য এবং জম্মনিয়ন্ত্রন এর কোন সত্যিকার সমাধান কিনা, সে কথা পরে হবে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ইসলামের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য কিনা তা-ই বিচার্য্য-

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ـــ بنی اسرآءیل: ۳۱

অর্থাৎ "তোমরা অভাবের ভয়ে সন্তান হত্য করো না। আমিই তোমাদেরকে রিযক দিয়ে থাকি এবং তাদেরকেও (আমিই দেব)” (বনি ইসরাইল-৩১আয়াত)

আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দ্বারা সন্তান হত্যা করা হয় না মনে করে যাঁরা একে জায়েয বলতে চান তাঁরা এর নিয়তের দিকটা একেবারেই ভুঁলে যান। আল্লাহ্ পাক স্পষ্ট জানাচ্ছেন যে, অর্থনৈতিক কারনে (অভাবের ভয়ে) সন্তান হত্যা করোনা। নিয়তের দিক দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রনের প্রধান উদ্দেশ্যই অর্থনৈতিক।

প্রাচীন কাল থেকেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থনৈতিক কারনে মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতো। গ্রীকদের মধ্যে গর্ভপাতের রীতি প্রচলিত ছিল । হযরত

www.amarboi.org

মুহাম্মাদ(সাঃ) এর সময়ে আরবদের মধ্যে দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যার প্রথা বিদ্যমান ছিল। সেকালে সন্তান পেটে আসার বা জন্ম নেবার পূর্বে মেরে ফেলা কঠিন ছিল। কিন্তু বর্তমানে সন্তানকে মায়ের পেটে পৌছবার পূর্বেই মেরে ফেলার পন্থা আবিস্কৃত হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান হত্যা করা তো বর্তমানে একটা সাধারন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরবের জাহেলিয়াত পন্থীরা যে নিয়তে সন্তান হত্যা করতো, আধুনিক জাহেলিয়াতেও সে নিয়তেই জন্মনিয়ন্ত্রণ চলছে। শুধু পন্থা ভিন্ন হওয়া দ্বারা কোন কাজ বিচার্য নয়। ইসলামে সব কাজকে নিয়ত দ্বারাই বিচার করা হয়। লাঠি দিয়ে খুন করতে ২/৩ হাত দূরে থেকে আঘাত করতে হয়। কিন্তু এখন কামানের সাহায্যে ৪/৫ মাইল দূর থেকেই আঘাত হানা যায়। খুন করার প্রাচীন ও আধুনিক পন্থা ভিন্ন হলেও নিয়তের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্যও নেই।

খাদ্যাভাবের যুক্তি

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا — هود: ٦

"দুনিয়ায় এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযকের দায়িত্ব আল্লাহর উপরে ন্যস্ত নয়। (সূরা হুদ ৬আয়াত)

উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্ পাক শুধু মানুষের রিযকই নয়, সমস্ত প্রানীর যাবতীয় প্রয়োজন পূরনের জিনিসপত্রই সৃষ্টি করে থাকেন। আল্লাহকে রাযযাক বলে বিশ্বাস করার অর্থই এই যে, তিনি প্রত্যেকের রিযক নিশ্চয়ই তৈরী করেছেন। তবু যদি অভাব থেকে যায় তা হলে বুঝতে হবে যে, কোন কৃত্রিম কারন কোথাও রয়েছে। উপার্জনের

www.amarboi.org

চেষ্টার অভাব, সমাজে সম্পদ বন্টনের ভ্রান্তনীতি, আন্তর্জাতিক বিনিময়ের বেইনসাফী ইত্যাদি কারনে অভাব দেখা দেয়া স্বাভাবিক। আল্লাহর রায্যাক হওয়ায় বিশ্বাসী যারা, তাদের পক্ষে অভাবের ঐসব কারণ দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু পাশ্চাত্যের অবিশ্বাসীরা তাদেরই সৃষ্ট অভাবের মূল কারন দূর না করে মানুষ কমাবার নুসখা দিয়েছে এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ মুরীদরা বিভিন্ন দেশে সে পথই অনুসরন করে চলছে।

এ প্রসংগে কুরআন পাকের আরও কয়েকটি আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ — العنكبوت: ٦٠

"কত প্রানীই রয়েছে যারা তাদের রিযক বহন করে বেড়ায় না। আল্লাহই তাদের ও তোমাদের রিযক দান করেন।" (সূরা আনকাবুত ৬০ আয়াত)

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ — الشورى: ١٢

"তিনিই আসমান ও যমীনের যাবতীয় ভান্ডারের অধিকারী। তিনি যাকে খুশী বেশী এবং যাকে খুশী কম রিযক দান করেন।" (সূরা শুরা ১২ আয়াত)

আল্লাহ পাক শুধু মানুষ কেন, যাবতীয় বস্তুর প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা সৃষ্টির মধ্যেই করে রেখেছেন। তিনি বলেনঃ

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ — القمر: ٤٩

"নিশ্চয়ই আমি যাবতীয় বস্ত পরিমান মতো সৃষ্টি করেছি।" (সুরা কামার ৪৯ আয়াত)

www.amarboi.org

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ـــ الحجر : ٢١

"আমার নিকট সব জিনিসেরই ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমান (সেখান থেকে) নাযিল করে থাকি।" (সুরা হিজ্জর ২১ আয়াত)

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ـــ المؤمنون : ١٧

"আমি সৃষ্টি সম্পর্কে অমনোযোগী নই।"

কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি যত মানুষ সৃষ্টি করেন- প্রয়োজনানুপাতিক হারে তাদের রিযকও সৃষ্টি করেন। 'তিনি দুনিয়ায় মানুষ পাঠিয়ে দেন, আর তাদের রেশন পাঠান না' একথা যারা মনে করেন, তাদের ধারনা যে আল্লাহ তাদের মতোই অমনোযোগী ও দায়িত্বহীন।

প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যাটা আসল সমস্যা নয়। জনসংখ্যার প্রয়োজন পূরনের অযোগ্যতা এবং যথাযথ উদ্দোগ ও প্রচেষ্টার অভাবেই বাস্তব সমস্যা। এ বিষয়ে বহু প্রখ্যাত অর্থনীতি বিশারদদের অভিমত মাওলানা মওদূদীর "ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ" পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু এমন একজন বৃটিশ অর্থনীতিবিদের মন্তব্য উল্লেখ করছি যিনি ১৯৫৩সালে পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্পর্কে সরকারের অনুরোধে একটি রিপোর্ট প্রনয়ন করেছিলেন। পাকিস্তানে জনসংখ্যা রোধের উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন সম্পর্কে তখন বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। প্রফেসার কলিন ক্লার্ক পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা প্রসংগে তার রচিত রিপোর্টে বলেন,

www.amarboi.org

"কিছু সংখ্যক লোক বলে যে, অর্থনৈতিক অবস্থা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো অথবা সংখ্যার স্থিতিশীলতা আনয়ন অথবা নিম্নগামী হারের দাবী পেশ করছে। আমি এসব প্রস্তাবের কোন একটিকেও বিন্দুমাত্র বিবেচনার যোগ্য মনে করিনা। আমার অভিমত এই যে, অর্থনৈতিক উপকরন অনুপাতে জনসংখ্যাকে কাট-ছাট করার পরামর্শ না দিয়ে অর্থনীতি বিশারদদের উচিত মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে অর্থনীতিকে সংগতিশীল করে তোলার পরামর্শ দান করা। মাতাপিতা নিজেদের মরজী মুতাবিক সন্তান জন্মিয়ে থাকেন। কোন অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ, তিনি যত বড় পন্ডিতই হোন না কেন এবং উজীরে আজম, তিনি যত জবরদস্ত হোন না কেন, মাতাপিতাকে নিজের মরজী মাফিক সন্তান জন্মানোর ব্যাপারে বাধা দান করার অধিকারী নন। অপর দিকে সকল অধিকার অপর পক্ষের রয়েছে। অর্থনীতি বিদ ও উজীরে আজমদের উপর মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার উপযোগী অর্থনৈতিক উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহ করার জন্যে চাপ দেয়ার ন্যায্য অধিকার রয়েছে প্রতিটি সন্তানের পিতার"।

যাদের নিকট মানুষের চেয়ে কাপড়ের মর্যাদা বেশী তারা কাপড় বৃদ্ধির চেষ্টা না করে শরীরটাকেই ছাটাই করতে চাইবে। আল্লাহ মানুষকে সকল বস্তুর উপরই মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـــ البقرة : ٢٩

অর্থাৎ "তিনিই ঐ সত্তা যিনি দুনিয়ার সব কিছু তোমাদের (মানুষের) জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা বাকারা-২৯)

www.amarboi.org

১৯৬০ সালের ১১ই জানুয়ারীর সাপ্তাহিক টাইম পত্রিকায় উক্ত বৃটিশ অর্থনীতিবিদের নিম্নরূপ মত প্রকাশিত হয়েছেঃ

"দুনিয়ায় চাষোপযোগী যে জমি আছে তা ইংল্যান্ডের দক্ষ চাষীদের মত আবাদ করলে বর্তমানে প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতিতেই এত বিপুল পরিমান খাদ্য উৎপন্ন হবে যে, তদ্বারা বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যার দশগুন মানুষকে ইউরোপীয় মানের খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে।"

আর এক বৃটিশ অর্থনীতিবিদ ইমার অডিউফী তাঁর Life and Money "নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেনঃ "বিশ্বের প্রকৃত সম্পদ অসীম। কার্যকর প্রচেষ্টায় আমরা এর পরিমান যে কত বৃদ্ধি করতে পারি তা হিসাব করা প্রায় অসম্ভব।"

এক শ্রেনীর রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদ খাদ্যাভাবের অজুহাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেন। অথচ বিশ্বের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতে খাদ্যাভাবের আশংকা সম্পূর্ন অমূলক। স্থানাভারে উদ্বৃতি দেয়া গেলনা। তাদের মতে বৈজ্ঞানিক কলা কৌশলের উন্নতির ফলে খাদ্য দ্রব্যের জন্য উদ্ভিজ ও প্রাণীজ উপকরণের উপর আর নির্ভর করতে হবেনা। বাতাস ও সামুদ্রিক পানি থেকে সুলভ মুল্যে পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন সম্ভব। এ খাতে অর্থশক্তি নিয়োগ না করে যুদ্ধ সরঞ্জাম। , বিলাসিতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশেই জাতীয় সম্পদ খরচ করা হচ্ছে।

আবিষ্কারের প্রেরণা

জনসংখ্যার চাপেই মানুষের চাহিদা বাড়ে। অভাব না থাকলে আবিষ্কারের প্রেরনা সৃষ্টি হয় না। Necessity is the

www.amarboi.org

mother of invention–এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। অভাব বোধই আবিষ্কারের চালিকা শক্তি। মানুষের প্রয়োজনেই আল্লাহ্ পাক কয়লা, প্রেট্রোল, আনবিক শক্তি ইত্যাদি পূর্বেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। কিন্তু এ সব প্রয়োজনের অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত মানুষ এর জন্য চেষ্টা করেনি। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহর সৃষ্টিতে মানুষের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রয়োজন শুধু চেষ্টার। চেষ্টা–তদবীরের মাধ্যমেই ঐ প্রয়োজনীয় জিনিষ আহরণ করতে হয়।

মানুষ কাঠ পুড়িয়ে আগুনের প্রয়োজন এখনও পূরন করছে। অথচ কয়েকশ' বছর আগেই কয়লা ও কেরোসিন আবিষ্কার করা হয়েছে। বহু দেশে (বাংলাদেশেও) কয়লার খনি এখনও পাওয়া যাচ্ছে। অথচ গ্যাস আবিষ্কৃত হয়ে কাঠ ও কয়লার দায়িত্ব পালন করছে। বিদ্যুৎ ও পেট্রল দিয়ে যানবাহন ও কারখানার প্রয়োজন ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজন পূরন করা যাচ্ছে। এ সব ফুরাতে বহু বছর লাগবে। অথচ সৌর শক্তি ও আনবিক শক্তি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে এবং বিদ্যুৎ ও পেট্রল প্রচুর থাকা সত্বেও এর ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ পাকের সৃষ্ট অফুরন্ত উপাদান সমূহ থেকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য এ যুগে জাপান ও তাইওয়ানে যে বাস্তব প্রচেষ্টা চলছে সে অভিজ্ঞতার দশভাগের একভাগও আমরা প্রয়োগ করিনি। উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে জমিতে অধিক পরিমানে খাদ্য উৎপাদন, পুকুর ও জলাশয় সমূহে দ্রুত উৎপাদনশীল আধুনিক প্রযুক্তিতে মাছের চাষ, হাস, মুরগী ও গাভী পালনের ব্যবস্থা চালু হতে পারে। নদী ও সমূদ্র থেকে খাদ্য সংগ্রহের যে ব্যাপক সুযোগ রয়েছে তা অকল্পনীয়।

www.amarboi.org

আমাদের মেধাকে এদিকে প্রয়োগ না করে জনসংখ্যা কমাবার চিন্তা উন্নয়নশীলতার সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রকৃতপক্ষে, দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত সভ্যতার যত উন্নতি হয়েছে, তার মূল কারণই প্রয়োজনের অনুভূতি (Sense of Necessity) সমস্ত আবিষ্কারের জননী হলো প্রয়োজন, যা পুরনের প্রচেষ্টাই মানুষকে দুনিয়ায় কর্মচঞ্চল করে রেখেছে। যে দিন এ প্রয়োজন বোধ থাকবে না সে দিন মানব সভ্যতা গতিহীন হয়ে পড়বে। প্রয়োজন পূরনের প্রচেষ্টা না বাড়িয়ে মানুষকমাবার চেষ্টা দ্বারা মানব সভ্যতার অগ্রগতি নিশ্চয়ই ব্যাহত হবে। সমূদ্রে অফুরন্ত খাদ্যের উপাদান রয়েছে বলে বিজ্ঞান প্রমান করেছে। আহরনের প্রচেষ্টার অভাবেই তা কাজে আসছেনা। প্রকৃতপক্ষে অভাবটাই আসল সমস্যা, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রকৃত সমস্যা নয়।

স্থানাভাবের যুক্তি

বলা হচ্ছে যে, পৃথিবীতে যে হারে মানুষ বাড়ছে তাতে জন্মনিয়ন্ত্রন ছাড়া বসবাসের স্থান সংকুলান হবে না। জমি বাড়ছে না, মানুষ বেড়ে চলেছে। তাই মানুষ কমাতে হবে। যে হারে মানুষ বৃদ্ধির হিসাব আজ দেয়া হচ্ছে, সে অনুযায়ী হিসাব করলে দেখা যাবে যে, মাত্র চৌদ্দশ বছর পুর্বে দুনিয়ায় পয়লা মানুষের আবির্ভাব হয়। অথচ বহু হাজার বছর পূর্বেও দুনিয়ায় মানুষ ছিল। এতে প্রমানিত হয় যে, মানুষ বৃদ্ধির হার গননায় ফাঁকি আছে। তাছাড়া এখনও বহু দেশে যে পরিমান অনাবাদী এলাকা পড়ে আছে। তা পূর্ণ হতেই হাজার হাজার বছর দরকার।

www.amarboi.org

আধুনিক গৃহ নির্মান কৌশলের উন্নতির ফলে বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মান করে অল্প জায়গায় থরে থরে অসংখ্য ফ্ল্যাট তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে। শহরের ন্যায় গ্রামেও এভাবে বাসস্থান তৈরী হতে পারে। নদী ও সমুদ্রের কিনারে পানির উপরও দালান কোঠা তৈরী করা সম্ভব এবং বহু দেশে তা হচ্ছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে যে হারে দ্বীপ মালা জেগে উঠেছে তা পৃথিবীর বর্তমান স্থলভাগের সমান বলে অনুমান করা হচ্ছে। অন্যান্য মহাসাগরেও অনুরূপ দ্বীপ জাগতে পারে। বর্তমান স্থলভাগেরও অধিকাংশ এলাকা এখন পর্যন্ত অনাবাদীই রয়ে গেছে।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ, উত্তর ও দক্ষিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিরাট এলাকা অনাবাদী পড়ে আছে। পানির ব্যবস্থা করে বিশাল মরুভূমিও আবাদ যোগ্য করা সম্ভব। আরবের মরুভূমি মরুদ্দানে পরিনত হচ্ছে। পৃথিবী সবটুকু আবাদ করতে পারলে কয়েক হাজার বছরেও স্থানাভাব হবে না। অথচ চন্দ্র ও মংগল গ্রহে মানুষ পৌছে গেছে। দু'শ বছর আগে আমেরিকাতেও মানুষ বাস করতো না। এক'শ বছরের মধ্যে চন্দ্রে বসতি স্থাপনের সম্ভাবনা কি উড়িয়ে দেয়া যায়? বিজ্ঞানের বিজয় ডংকা বেজে উঠবার পর মানুষ সব দিকে এত শক্তির অধিকারী হয়েছে যে, এখন আত্মবিশ্বাসের সাথে যারা কাজ করতে চায়, তাদের খাদ্যাভাব বা স্থানাভাবের চিন্তা হওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

জন্মনিয়ন্ত্রণের নৈতিক পরিণাম

আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে নৈতিক সত্তার প্রাধান্য চান। নৈতিকতাই মনুষ্যত্ব এবং নৈতিক চেতনাই মানুষের

www.amarboi.org

শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। মানবদেহ বস্তুসত্তা বলেই বস্তুগত সুখের কাংগাল। নৈতিকতা বোধ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করে। বিবেক অন্যায় পথে দেহের দাবী পূরণে আপত্তি জানায় এবং অন্যায় করলে বিবেক দংশন করে। দেহ সত্তা ও নৈতিক সত্তার এ দ্বন্দে বিবেকের বিজয় হলেই মনুষ্যত্বের বিকাশ ও মানবতার কল্যান হয়।

পিতা মাতার বস্তুগত আরাম-আয়েসের কুরবানীর উপরই সন্তানদের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে। পিতা-মাতা সন্তানের বিকাশ ও কল্যানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে তৃপ্তি বোধ করে। এটা এক পবিত্র আবেগ। রাসূল (সঃ) আরবে প্রচলিত কন্যা হত্যা বন্ধ করার জন্য পিতা মাতাকে এ কথা বলে উৎসাহ দিয়েছেন যে, কন্যাকে স্নেহ দিয়ে লালন পালন করলে বেহেশত নিশ্চিত।

জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচারাভিযান পিতামাতার ঐ পবিত্র আবেগকে ধ্বংস করে মানুষকে ত্যাগের বদলে ভোগের উস্কানী দিচ্ছে। সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা পশুর মধ্যেও আছে। ঐ মমতাবোধ মানুষের মন থেকেও কেড়ে নেয়া হচ্ছে। সন্তান যাতে না হয় সেজন্য যারা প্রানান্ত চেষ্টা করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সন্তান জন্ম নেয় সে দুর্ভাগা কি ঐ মমতা পেতে পারে? এ ভাবেই জন্মনিয়ন্ত্রণ মানুষের নৈতিকতার উপর আঘাত হানছে। প্রত্যেক কাজেরই কতকগুলো স্বাভাবিক পরিণাম রয়েছে। পূর্বেই বলেছি, বস্তুবাদীরা শুধু বস্তুগত পরিণামের দিক বিবেচনা করেই কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমাণের ভিত্তিতে ইসলাম যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ দান করেছে, কোন নিষ্ঠাবান

www.amarboi.org

মুসলিম শুধু বস্তুগত লাভের জন্য কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে পারে না। ঐ সব লোকই জোরে সোরে জন্মনিয়ন্ত্রনের সমর্থন করতে পারে, যারা বিবাহ-পূর্ব যৌন সম্পর্ককে মোটেই আপত্তিকর মনে করে না। বরং নর-নারীর অবাধ মেলা-মেশা, সহ-ক্লাব ও সহ-শিক্ষার মাধ্যমে যারা নারীকে প্রকাশ্যে পর পুরুষের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে উৎসাহিত করে, তাদের নিকট ইসলামী নৈতিকতার কোন মূল্যই আশা করা যায় না। সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রনের ফলে যদি অবাধ যৌন মিলনের পথ প্রশস্ত হয়, তাতে তাদের মাথাব্যথা হবার কথা নয়।

জন্মনিয়ন্ত্রনের ফলে ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, একথা কতকলোক স্বীকার করতে চান না। কিন্তু স্কুলের ছাত্রীরা পর্যন্ত বই এর ব্যাগে জন্মনিয়ন্ত্রনের মাল মসল্লা নিয়ে চলবার সুযোগ না পেলে এরা কি ব্যাভিচারী হতে সাহসী হতো? জারজ সন্তানের ভয়ই নারীর জন্য অবৈধ যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে সর্বশেষ বাধা। সমাজে দায়িত্বহীন যৌন সম্পর্কের সকল সুযোগ সৃষ্টির পর জন্মরোধ পদ্ধতি এক শ্রেণীর নারীকে সখের বেশ্যায় পরিণত করার পাইকারী সনদ (O. G. L) দিয়ে দিয়েছে। ইসলামের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সামান্য ধারণা থাকলেও এমন প্রথাকে সমাজে প্রশয় দেয়া সম্ভব নয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জারজ সন্তান

সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করার উপর ইসলাম অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করে। জারজ সন্তানের জন্ম তাই মুসলিম সমাজে চরম নিন্দনীয়। তাই 'হারামযাদাদের' সংখ্যা বৃদ্ধি যাদের কাম্য নয় তারা প্রচলিত অবাধ জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করতে পারেন না।

www.amarboi.org

যারা মুসলিম হয়েও জন্মরোধের পরিণামে জারজ সন্তানের ব্যাপক উৎপাদনের আশংকাকে অস্বীকার করেন, তাদের যুক্তি কি আছে জানিনা, কিন্তু আমেরিকার মতো যে সব দেশে বিবাহিত দম্পতিও জন্মনিয়ন্ত্রণ করে থাকে, সে সব দেশে অবিবাহিত নর-নারী ঐ 'সৎকর্মে' লিপ্ত হবার সময় জন্মরোধের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে না বলে মনে করার কোন কারন নেই। আমেরিকার মতো ধনী ও শিক্ষিত দেশের যুবক যুবতীরা জন্মরোধের মাল মসলা ব্যবহার করতে জানে না মনে করা নির্বুদ্ধিতা। অথচ সে সব দেশে লক্ষ লক্ষ জারজ সন্তান পয়দা হয়। সুতরাং নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা হারামজাদা উৎপাদনেরই প্রধান উপায়।

তাছাড়া জন্মরোধ প্রচেষ্টা দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টিকে রোধ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ যাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেছেন, তাদেরকে রোধ করার উপায় আছে কি? সৃষ্টি করার কাজ তো বহু পূর্বেই হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক মানুষকে দুনিয়ায় পাঠাবার পূর্বেই সকল মানুষের রুহকে সমবেত করে জিজ্ঞেস করলেনঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ "আমি কি তোমাদের রব নই?" الاعراف : ١٧٢

সবাই জবাব দিলঃ (بَلٰى)-"হা"। কুরআনের এই আয়াত থেকে প্রমানিত হয় যে, সব মানুষকেই সৃষ্টি করা হয়ে গেছে। কেবল দুনিয়ায় পাঠাবার কাজ এখনো বাকী আছে। জন্মরোধ প্রচেষ্টা দ্বারা তাই জন্ম বন্ধ হচ্ছে না। শুধু এটুকুই লাভ হচ্ছে যে, যে সব মানব শিশু পিতামাতার বৈধ সন্তান রূপে দুনিয়ায় আসতো, তাদেরকে হারামজাদা হিসেবে জন্ম নিতে বাধ্য করা হলো।

www.amarboi.org

জন্মনিয়ন্ত্রণ ও সন্তান হত্যা

অর্থনৈতিক কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ভ্রুনহত্যা পর্যন্ত পৌছতে বাধ্য। কারণ জন্মরোধের যে কটি পন্থা রয়েছে, এর কোনটাই প্রয়োজন পরিমান জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। প্রথমতঃ গর্ভ নিরোধের উদ্দেশ্যে প্রচলিত যাবতীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতি নিশ্চিতরূপে জন্মরোধ করে না। কারণ যে পরিমান নিষ্ঠা ও সাবধানতার সাথে এ সব ব্যবহার করা প্রয়োজন, তা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় না। দ্বিতীয়তঃ জন্মরোধের সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য যে ব্যবস্থাটি Sterili-gation নামে পরিচিত তাও সকলে গ্রহণ করতে রাজী হতে পারে না। অপারেশনের মাধ্যমে নারীকে বন্ধ্যা করা এবং পুরুষকে খাসী (নপুংসক) করাকেই ষ্টেরিলাইজেশান বলে। সন্তানহীন দম্পতি বা অবিবাহিত নর নারী অপারেশন করাতে রাজী হয় না। কেননা নারীর বন্ধ্যা হবার পর আর সন্তান উৎপাদন শক্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব নয় এবং পুরুষেরও একবার 'খাসী' হয়ে গেলে আর 'পাঁঠা' হবার উপায় থাকে না। সুতরাং যারা বন্ধ্যা বা খাসী নয় তাদের দ্বারা ব্যপক সন্তান উৎপাদন হতেই থাকে।

তাই জন্ম রোধের সর্বশেষ কার্যকরী পথ হিসাবে জাপানে গর্ভপাত ও ভ্রুনহত্যার বিধিকে আইনে জায়েজ করা হয়েছিল। যদিও সব দেশেই গোপনে ডাক্তারদের দ্বারা গর্ভপাত হয়, তবুও অনেক দেশেই এ ব্যবস্থা আইনে স্বীকৃত হয়নি। সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রনের অবশ্যম্ভাবী ফল হলো ব্যাপক ভ্রুনহত্যা অথবা বিপুল পরিমানে হারাম সন্তানের উৎপাদন।

www.amarboi.org

জন্মনিয়ন্ত্রণ অর্থনৈতিক সমাধান নয়

অর্থনৈতিক সমাধান হিসাবে আজ যারা জন্মনিয়ন্ত্রনের ওকালতি করছেন, তাঁদের জানা উচিত যেঃ

(ক) মানুষ জ্যামিতিক সংখ্যায় (Geometric) এবং প্রয়োজনীয় বস্তু গানিতিক সংখ্যায় (Arithmetic) বৃদ্ধি পায় বলে যে মতবাদ শিল্প বিপ্লবের পূর্বে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল, তা আজ সর্বোতভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে মানব-সংখ্যার বহুগুন বেশী হারে দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে।

(খ) জন্মনিয়ন্ত্রনের আধুনিক ব্যাপক প্রথা প্রথম যেসব দেশে প্রচলিত হয়, তাদের কোন অর্থনৈতিক সমস্যাই ছিল না। ১৮৭৭ সালে ইংলন্ডে যখন এ প্রথা শুরু হয়, তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যেতোনা। ১৮৮১ সালে যখন ফ্রান্স এ পথ অনুসরন করে, তখন ফ্রান্স দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশের অধিকারী। আমেরিকা বিশ্বের সেরা সম্পদশালী দেশ হয়েও জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অথচ এসব দেশ এশিয়ার জনবহুল দেশগুলোকে অর্থনৈতিক কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রনের জন্য নসিহত খয়রাত করছে। ঐ ধনী নসিহতকারীদেরকে জিজ্ঞেস করা দরকার যে, তারা কিসের অভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করে।

যে সব ওষূধ ও সরঞ্জাম জন্মনিয়ন্ত্রনের জন্য দরকার এবং এর জন্য যত বড় পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা দরকার, তা অর্থনৈতিক অভাব পুরনের চেয়ে কম ব্যয়সাপেক্ষ নয়।

www.amarboi.org

জনসংখ্যা কিছুটা হ্রাস করতে হলেও ৭০/৮০ বছরের কম সময়ে তা সম্ভব হবে না। এত দীর্ঘ সময় যে বিপুল পরিমান অর্থ ও শ্রম ব্যয়িত হবে, তা উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যবহার করলে অনেক সুফল ফলবে। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ একটা অর্থনৈতিক অপচয় মাত্র এবং এর ফল কোন কিছুরই সমাধান নয়; বরং এ দ্বারা অগনিত নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

জনসংখ্যার দোহাই কেন?

আমাদের দেশে যারা এ পর্যন্ত সরকারী ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন তারা জনগণকে ক্ষমতার উৎস মনে না করার কারণে দেশ গড়ার কাজে গণমানুষকে জড়িত করতে সক্ষম হননি। ফলে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অস্বাভাবিক পন্থায় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই তাদের মেধা ও যোগ্যতার সিংহভাগ ব্যয় হয়ে যায়।

দেশের জন-সম্পদ ও বস্তুগত যাবতীয় উপাদানকে সুপরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগানো সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। নিছক ক্ষমতা দখলের রাজনীতিই যাদের আদর্শ তাদের পক্ষে এ বিরাট দায়িত্ব পালন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। গোটা দেশবাসীকে সাথে নিয়েই এ কাজ সমাধা করা সম্ভব। তাই জনগণের সত্যিকার প্রতিধিত্বমূলক সরকার ছাড়া এত বড় কাজ হতে পারে না।

মানুষের বাস্তব প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে সরকারের যে চরম অযোগ্যতা ও অক্ষমতা প্রমানিত হচ্ছে তা ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির অজুহাত তোলা

www.amarboi.org

হয়েছে। সরকার নিজের অযোগ্যতার দোষ জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। বলা হচ্ছে, "জনগণের প্রয়োজন পূরণ না হওয়ার জন্য সরকার দায়ী নয়, জনগণই দায়ী। জনগণ এত বেশী সন্তান জন্ম দেবার কারণেই খাদ্য সমস্যা ও অন্য যাবতীয় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই দেশের মূল সমস্যাই জনসংখ্যা।"

মানব রচিত আইন ও অসৎ লোকের শাসনই যে সব সমস্যার মূল সে কথা যাতে মানুষ বুঝতে না পারে সে জন্যই জনসংখ্যা-ভীতি সৃষ্টি করে সরকার গণরোষ থেকে নিজেদের রক্ষার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন।

বাংলাদেশের বাজেট পর্যালোচনা করলে একথাই প্রমানিত হয় যে, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের খাতে এক চতুর্থাংশও বরাদ্দ করা হয় না। অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে যে বিরাট অংক অপচয় করা হয় তা মানুষের কোন্ খেদমতে লাগে? জন্মনিয়ন্ত্রনের খাতে এ পর্যন্ত যে টাকা খরচ করা হয়েছে তা অপচয় ছাড়া আর কোন্ কলাণ সাধন করেছে?

হাদীসের দোহাই

عزل নিরুদ্ধ সংগম বা স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে বাইরে বীর্য স্খলন জায়েয বলে হাদীস থেকে দলীল সংগ্রহ করে যাঁরা বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করেন, তাঁরা এর নিয়ত ও পরিণামের দিক যেমন বিবেচনা করেননি, তেমনি ব্যক্তিগত সমস্যা ও জাতীয় সমস্যার সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকুও তাঁরা লক্ষ্য করেননি। হাদীসে এ পদ্ধতিকে আযল বলা হয়েছে।

www.amarboi.org

আযল সম্পর্কে রসূলের নিষেধাজ্ঞা নেই; কিন্তু তাঁর সময়ে চরম অর্থনৈতিক দুর্গতিতেও জাতীয় পরিকল্পনা হিসাবে এ সমাধান তিনি পেশ করেননি। তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়েও কোন লোককে এ পরামর্শ দেননি। আযলে অভ্যস্ত বা আযলের জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তি এ বিষয়ে রসূলের সম্মতি চাইলে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে যেভাবে নিরুৎসাহ করেছেন, তার ভাষা এরূপঃ "তোমরা এরূপ কর নাকি?" কেয়ামত পর্যন্ত যাদের জন্ম হবার, তারা হবেই", "তোমরা এরূপ না করলেও কোন ক্ষতি নেই", "এরূপ করে তোমাদের লাভ কি?"

এতে বোঝা যায় যে, 'আযল' এর দ্বারা জন্ম রোধ হয় না বলেই রসূল (সঃ) নিষেধ করেননি। আর নিতান্তই ব্যক্তিগত সমস্যা হিসাবে কেহ এর দরকার মনে করলে তিনি খুব আপত্তিকর বলে ঘোষনা করেননি। সুতরাং জাতীয় পরিকল্পনায় জন্মনিয়ন্ত্রনের যে ভয়ংকর পরিনাম দেখা দেয়, তার সাথে আযল এর কোন তুলনাই চলে না।

আযল সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করলে একথা বুঝা যায় যে, কোন কোন সাহাবী কৃতদাসীর সাথে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। এর কারণ এটাই হতে পারে যে, দাসীর গর্ভে সন্তান পয়দা হলে ঐ দাসীকে আর বিক্রয় করার অনুমতি নেই। দাসীকে বিক্রয় করার উদ্দেশ্য থাকায় এরূপ করা প্রয়োজন মনে হয়ে থাকতে পারে। এখানেও নিয়ত কী তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

আজকাল জন্মরোধের যে উদ্দেশ্য প্রচার করা হচ্ছে তা হাদীস থেকে প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় যারা জন্মনিয়ন্ত্রনের প্রচারণায় লিপ্ত তাদের

www.amarboi.org

নিকট কুরআন ও হাদীসের কোন শিক্ষার গুরুত্ব না থাকলেও তাদের এ উদ্দেশ্যের পক্ষে হাদীসের দোহাই দেয়া সুস্থ মানসিকতার পরিচয় বহন করেনা।

একটি হাদীসের জঘন্য অপব্যাখ্যা

عن ابن هريرة (رض) قال قال رسول الله صلعم :- تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ — (متفق عليه)

"তোমরা বিপদের যাতনা থেকে, ভাগ্য বিড়ম্বনায় পতিত হওয়া থেকে, মন্দ তাকদীর থেকে এবং দুশমনদের খুশী হওয়ার কারণ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।"

এ হাদীসে রাসূল (সঃ) চারটি মন্দ বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। এর পয়লা বিষয়টি হল "জাহদুল বালা" বা বিপদের যাতনা। অর্থাৎ বিপদ আপদ আসলে যে দুঃখ কষ্ট ও যাতনা হয় তা থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

এই "জাহদুল বালা" কথাটিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয করার জন্য দলীল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদের মতে সন্তান বেশী হওয়াটাই যেহেতু বিপদ, সেহেতু এ মহা বিপদের যাতনা থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার জন্যই রাসূল (সঃ) আদেশ করেছেন।

জন্মনিয়ন্ত্রনের পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে কোন প্রমান পেশ করতে ব্যর্থ হয়ে তারা এভাবে হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিচ্ছে। হাদীসের দলীল দিতে পারলে মুসলমান জনগণকে সহজে জন্ম নিয়ন্ত্রনের সমর্থক

www.amarboi.org

বানানো যাবে মনে করেই তারা এ জাতীয় জঘন্য অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

জনসংখ্যা নাকি প্রধানতম সমস্যা

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্নমুখী উন্নয়নের জন্য উন্নত দেশসমূহের মুখাপেক্ষী। ঐ সব ধনী ও শিল্পোন্নত দেশ সাহায্য দাতার ভূমিকায় অভিনয় করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে সে সব দেশ বিভিন্ন স্বার্থকে সামনে রেখেই সাহায্যের নামে এগিয়ে আসে। তাই উন্নয়নশীল দেশ তার প্রয়োজন ও দাবীর ভিত্তিতে সাহায্য পায় না। এমনকি কোন্ কোন্ খাতে সাহায্য দেয়া হবে এর সিদ্ধান্ত সাহায্য দাতারাই নিয়ে থাকেন।

একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের সমস্যা কি এবং এর সমাধানের উদ্দেশ্যে কী ধরনের উন্নয়ন প্রয়োজন তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব দেশের সরকারের হাতেই ন্যাস্ত থাকা উচিত। আমরা সরকারী দায়িত্বশীলদের কাছ থেকে শুনতে পাই যে, সাহায্য দাতা দেশের নির্দেশেই এ দেশের সমস্যা চিহ্নিত হয় এবং তাদের দেয়া সমাধান মেনে নিয়েই সাহায্য পেতে হয়।

বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে দুনিয়ার সবচাইতে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। মাথাপিছু আয়ের হিসাবে এদেশ দরিদ্রতম দেশসমূহের তালিকাভূক্ত। বিশ্ব ব্যাংক সহ সাহায্য দাতারা এ দেশের সমস্যাগুলোর মধ্যে "জনসংখ্যা সমস্যা"কেই এক নম্বর সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করার জন্য বাংলাদেশের সরকারকে নসিহত করে এসেছে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক সাহায্য দিচ্ছে। সরকারও তাদেরকে আস্বস্থ করার জন্য বার বার ঘোষণা দিচ্ছেন

www.amarboi.org

যে, তারা জনসংখ্যা সমস্যাকেই দেশের প্রধান সমস্যা বলে মনে করছেন।

সমস্যা নির্ধারণের দৃষ্টিভংগী

কোন দেশের সমস্যাগুলোর মধ্যে কোন্‌টা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্ সমস্যার সমাধান প্রাধান্য পাওয়া উচিত তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে দৃষ্টিভংগীর পার্থক্যের কারণে ব্যাপক মতভেদ দেখা যায়। এ দৃষ্টিভংগীর পার্থক্যের মূল কারণ হলো ঈমান, আকিদা; নৈতিক মূল্যমান ও মানবিক মূল্যবোধের পার্থক্য।

যারা বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে করেন তাদের আকিদা–বিশ্বাস হলো এই যেঃ

> "আল্লাহ পাক মানুষ পয়দা করেছেন, অথচ তাদের সবার রিযক পয়দা করছেন না। তাই মানুষ যাতে কম পয়দা হয় সে ব্যবস্থা করা সরকারী কর্তব্য।"

এ 'মহান কর্তব্য' পালন করার পরিনামে অবাধ যৌন–চর্চা, বিবাহ ছাড়া ব্যাপক যৌন সম্ভোগ, অবিবাহিতা নারীদের গর্ভবতী হওয়ার ফলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে "এম, আর"–এর নামে ভ্রুন হত্যা এবং হারামজাদা (অবৈধ সন্তান) হিসাবে শিশুর জন্ম ইত্যাদি অগনিত সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কর্তাদের যদি সামান্য ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থাকতো তাহলে এ সব জঘন্যতা ও পাশবিকতার দিকে দেশবাসীকে ঠেলে দিতে পারতেন না।

www.amarboi.org

সমস্যা চিহ্নিত করুন

একটি স্বাধীন মুসলিমপ্রধান দেশ হিসাবে আমাদের সমস্যাগুলোকে যদি ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে বিবেচনা করা হয় তাহলে গুরুত্বের ভিত্তিতে নিম্ন ক্রম অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করা চলেঃ

১। সর্বপ্রধান সমস্যা হলো ঈমান-আকীদার সমস্যা। শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী মুসলমান। তাদের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ঈমান-আকীদা সৃষ্টি করা না হলে দেশ একমুখী হবেনা এবং কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। বিশ্বাস ও চিন্তার রাজ্যে চরম অরাজকতার সৃষ্টি করে জাতীয় সমস্যাবলীর একমুখী সমাধান তালাশ করা একেবারেই অযৌক্তিক।

২। দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা হলো শিক্ষার অভাব। দেশের সাধারন শিক্ষাকে কুশিক্ষা বলাই সংগত। এ শিক্ষা চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংশ করছে। মানুষকে জালেম ও শোষক বানাচ্ছে। অপরদিকে ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা অপূর্ণ। দেশে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা নেই যার মাধ্যমে ইসলামী মন-মগজ ও চরিত্র সৃষ্টির সাথে সাথে দুনিয়ার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। দেশটা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা লোকেরাই চালাচ্ছে। সর্বাত্মক দূর্নীতি তাদেরই সৃষ্টি। চরিত্রবান মানুষ তৈরীর উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা না হলে সমস্যা আরও বাড়বে।

৩। উপরোক্ত দুটো সমস্যার ফসলই হলো ব্যাপক দূর্নীতি। রাজধানী থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত যারা দেশ-

www.amarboi.org

পরিচালনা ও শাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের দ্বারাই দূর্নীতির প্রসার হচ্ছে। অথচ জনগণের চরিত্র উন্নত করার দায়িত্ব তাদেরই। খোদা-ভীতির ভিত্তিতে বিবেকের উন্নয়ন এবং আখিরাতে জওয়াবদিহীর ভয় ব্যতীত উন্নত চরিত্র গঠিত হতে পারে না। সুতরাং দুর্নীতি স্বাভাবিক কারণেই প্লাবনের রূপ ধারণ করেছে। ফলে জাতীয় সম্পদের ব্যাপক অপচয় হচ্ছে এবং দেশগড়ার কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

৪। বেকার সমস্যা হলো সবচেয়ে কঠিন সমস্যা। সব মানুষকেই কাজ করার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। মানুষ দুনিয়ায় শুধু পেট নিয়েই পয়দা হয় না। কাজের হাত ও পা এবং মন-মগজকে উৎপাদনের যোগ্য বানাবার জন্য মহা পরিকল্পনা প্রয়োজন। মানুষকে কাজের যোগ্য না বানালে বেকার সমস্যার সমাধান কী করে হবে?

৫। মানব রচিত আইন ও অসৎ লোকের শাসন হলো আসল সমস্যা। আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন ব্যতীত জনগণের ভাগ্যের উন্নতি অসম্ভব।

জনসংখ্যা কি সমস্যা না সম্পদ?

জাপান ও তাইওয়ান তাদের জনশক্তিকে দক্ষ বানিয়ে সারা দুনিয়ায় পন্য রফতানী করে তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পুরন করছে। অথচ তাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ বাংলাদেশের তুলানায় অনেক কম। এদেশে জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য যে বিরাট অংক এ পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে তা দ্বারা অন্তত এক চতুর্থাংশ কর্মক্ষম জনশক্তিকে দেশের

www.amarboi.org

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করেই কুটির শিল্পের মাধ্যমে রপ্তানীযোগ্য পন্য উৎপাদনে নিয়োজিত করা যেতো। এর জন্য সরকারী উদ্যোগে যে ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন তা বেসরকারীভাবে কিছুতেই করা সম্ভব নয়।

জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিনত করার জন্য বড় রকমের পরিকল্পনা রচনা ও বাস্তবায়ন তো হলোইনা, সরকারী উদ্যোগ ছাড়াই জীবিকার তাকিদে দেশের হাজার হাজার লোক মধ্য প্রাচ্যে অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে যাচ্ছে। অথচ ছ-মাস ন-মাসের ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে সামান্য দক্ষ বানালে লক্ষ লক্ষ লোক জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখতে পারে।

রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, প্লাম্বার (পানির পাইপ বসাবার মিস্ত্রি), মটর মিকানিক, মটর ড্রাইভার, রেফ্রিজারেটার, এয়ারকুলার, রেডিও, টি ভি মিকানিক ইত্যাদিতে অল্প সময়ে হাজার হাজার লোককে ট্রেনিং দেবার জন্য সরকারী উদ্যোগে প্রতি উপজিলায় ব্যবস্থা হতে পারে। এ সবের যে চাহিদা মধ্য প্রাচ্যে রয়েছে তাতে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। অথচ এ ব্যাপারে কোন সরকারী প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা

জন্মনিয়ন্ত্রনের পক্ষে আরও একটা যুক্তি পেশ করা হয়। দেশে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তাতে জনসংখ্যার চাহিদা পুরন হয়না বলে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমান খাদ্য আমদানী করতে গিয়ে উন্নয়ন খাতের অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। তাই

www.amarboi.org

জনসংখ্যা না কমালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব হবেনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত করা যাবে না।

এ যুক্তিটি মেনে নিলে একথা স্বীকার করতে হবে যে প্রত্যেক দেশকেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। অথচ দুনিয়ার বহু ধনী দেশকে খাদ্য আমদানী করতে হয়। ইংল্যান্ডের মতো উন্নত দেশের বেশীর ভাগ খাদ্য বিদেশ থেকে আনতে হয়। তাদের খাদ্য কম হলেও অন্য সম্পদের বদলে ঐ সব দেশ থেকে তারা খাদ্য আমদানী করে যেখানে অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়।

আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় তাদের জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য দ্রব্য এত বেশী উৎপন্ন হয় যে সারা দুনিয়ায় তারা তা রপ্তানী করে থাকে। স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি যদি তারা মেনে চলে এবং তাদের জনসংখ্যার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য যদি তারা উৎপাদন না করে তাহলে বিশ্বে চরম খাদ্য সংকট সৃষ্টি হতে বাধ্য। মানুষের রিযক পয়দা করার যে মহা পরিকল্পনার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজে গ্রহণ করেছেন তাতে প্রত্যেক দেশের মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস ঐ দেশেই যোগাড় হওয়া সম্ভব নয়। শুধু খাদ্যই রিযক নয়। মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তা সবই রিযক।

আল্লাহ আরব দেশে পেট্রল বেশী দিয়েছেন কিন্তু খাদ্যদ্রব্য খুবই কম দিয়েছেন। যে সব দেশে খাদ্য বেশী দিয়েছেন তারা পেট্রলের সাথে খাদ্যের বিনিময় করেন। আল্লাহ পাক মানুষের সব প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবস্থা কোন এক দেশে এমনভাবে করেননি যে প্রত্যেক দেশ সব ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা জাতীয়তাবাদী নন। সকল মানুষ তার নিকট

www.amarboi.org

সমান। সবাই এক আদমের সন্তান। সারা বিশ্বে তিনি মানুষের রিযক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতি যেন পরস্পর সম্পর্ক বজায় রাখতে বাধ্য হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জন্য আলাদা আল্লাহ নেই। এক আল্লাহই সব দেশের রিযক দাতা।

বাংলাদেশের সব মানুষের খাদ্য এদেশে পয়দা করার কোন দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। বাংলাদেশের পাট ও অন্যান্য বহু রপ্তানী যোগ্য পন্য যোগ্যতার সাথে বৈদেশিক বাজারে চালু করে ঘাটতি খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানী করা সম্ভব।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালাবার পর খাদ্য ঘাটতি থেকেই যাবে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টাও কি ঠিক মতো হচ্ছে? একশ বছর আগের উৎপাদন ব্যবস্থায় তখনকার জন সনসংখ্যার প্রয়োজন যতটা পূরণ হতো, বর্তমানে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য আধুনিক কৃষি-পদ্ধতি চালু না করে মানুষ কমাবার চিন্তা করা সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়।

পন্য বিনিময়ে অবিচার

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন রকম পন্য প্রয়োজনের অনেক বেশী উৎপন্ন করার সুযোগ দিয়েছেন। সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থে পরিচালিত হয়ে ধনী দেশ গরীব দেশের প্রতি পন্যের মূল্য নির্ধারণের অবিচার করছে। বিশেষ করে খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশ খাদ্যের বিনিময়ে আমাদের পাট কেনার বেলায় পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে রাজী না হওয়া সত্ত্বেও জীবন রক্ষার প্রয়োজনে তাদের চাপিয়ে দেয়া নিম্ন হারেই বিনিময় করতে হয়। এ অবিচারের জন্য আল্লাহ পাক দায়ী নন।

www.amarboi.org

জাতিসংঘের সংস্থা (FAO) বহুবারই একথা ঘোষণা করেছে যে, বিশ্বে যত খাদ্য উৎপন্ন হয় তা যদি ঠিকমতো বিলি বন্টনের ব্যবস্থা হতো তাহলে দুনিয়ার কোন মানুষের খাদ্যাভাব হতো না। এ দ্বারা একথাই প্রমানিত হয় যে, বিশ্বে খাদ্যের অভাব নয়, সুবিচার মূলক বিনিময়ের অভাব। আসল কারণ দূর করার চেষ্টা না করে মানুষ কমাবার চেষ্টা দ্বারা বহু নতুন সমস্যারই জন্ম দেয়া হচ্ছে।

আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের উদ্বৃত্ত খাদ্য-দ্রব্য পশুকে খাওয়ার পরও সমুদ্রে ফেলে বা আগুনে জ্বালিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তবু তারা কম মূল্যে অন্য দেশকে দিতে রাযী নয়। পন্য-বিনিময়ের ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থের এ অমানবিক মনোবৃত্তিই বিশ্বে কৃত্রিম খাদ্যাভাব সৃষ্টি করছে। জাতিসংঘ এর প্রতিকারের উদ্যোগ নিলে কোন দেশেই খাদ্যের ঘাটতি থাকতে পারেনা। বিশ্বের পত্র পত্রিকায় বারবার পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমান করা হয়েছে যে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৩ থেকে ৪ গুণ খাদ্য দ্রব্য প্রতি বছর উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু বিতরণ ও বিনিময় ব্যবস্থার ত্রুটিতে মানব জাতির অর্ধেক অপুষ্টিতে ভুগছে, আর এক চতুর্থাংশ অনাহারে ও অর্ধাহারে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

একটি যৌথ পরিবারে বিবাহিত ৪/৫ ভাই এর সংসারে তাদের মা-ই পাক ঘরের মুরুব্বী। তিনি সব ছেলে ও নাতি-নাতনীদের প্রয়োজন পরিমান চাউল পাক করতে দিলেন। ভাত বন্টনের দায়িত্ব বড় বৌকেই দেয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বড় বৌ যদি নিজের ছেলেদেরকে বার বার বেশী বেশী খাওয়ায়, এমন কি এঁটো করে কতক ভাত নষ্ট করে বিড়াল, কুকুর ও

www.amarboi.org

মুরগীকে দিয়ে দেয়, তাহলে পরিবারের অন্যদের খাবার কম পড়বেই। এর জন্য পাকঘরের মুরুব্বীকে দায়ী করা যায়না।

তেমনিভাবে বিশ্বের মুরুব্বী আল্লাহ সবার রিযক পয়দা করলেও আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বড় বৌদের অন্যায় অবিচারের দরুন মানুষ খাদ্যাভাবের শিকার হচ্ছে। এ অবিচারের প্রতিকারের কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা না করে মুরুব্বীকে দোষ দেয়া হচ্ছে যে, তিনি মানুষ পয়দা করে চলেছেন বেহিসাবে, তাদের রেশনের কোন সুব্যবস্থা করেননি।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী এদেশে কেন ব্যর্থ হচ্ছে?

জনসংখ্যা কার্যক্রম এ দেশে সফল হচ্ছে না। এখাতে যে বিপুল অর্থ-খরচ হচ্ছে তা দ্বারা দেশকে নৈতিক, চারিত্রিক ও সামাজিক সমস্যা উপহার দেয়া ছাড়া আর কোন লাভ হচ্ছে না। ইউরোপ ও আমেরিকায় জনগণ শিক্ষিত হওয়ার কারণে ব্যাপক ভ্রুন হত্যা ও জারজ সন্তানকে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে যতটুকু সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে তাও এ দেশে সম্ভব নয়। এর বড় বড় কারণ কয়েকটিঃ

১। দেশের শতকরা আশিজন মানুষ অশিক্ষিত। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনের প্রচার তাদের কাজে আসে না। তাদেরকে এ বিষয়টা সঠিকভাবে বুঝানোই দুঃসাধ্য। অশিক্ষিত বিরাট সংখ্যার লোকদের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রনের সরঞ্জাম ব্যাপকভাবে পৌছাবার প্রয়োজনে এসবকে পান-সিগারেটের মতো সহজ লভ্য করতে হয়েছে। ফলে অবিবাহিত লোকেরা এসব অবাধে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে।

www.amarboi.org

২। দুর্নীতি ব্যাপক হওয়ায় পরিবার পরিকল্পনার কর্মচারী-দের রিপোর্টে ফাঁকি থাকে। ফিল্ড-এ সঠিক কাজ না হওয়ায় বড় বড় বেতনের অফিসারদের বেতন ভাতা দিতে মোটা অংক অহেতুক খরচ হচ্ছে।

৩। জন্মনিয়ন্ত্রনের কুফল দেখে ধার্মিক জনগণ এর এত বিপক্ষে যে তাদের মধ্যে এ পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করা মোটেই সম্ভব হচ্ছে না।

৪। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে 'জন্মনিয়ন্ত্রণকে' গোটা আলেম সমাজ ইসলামী ঈমান-আকীদার স্পষ্ট বিরোধী মনে করে। তাই মসজিদের ঈমাম, মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে যতই বুঝাবার চেষ্টা হচ্ছে ততই উল্টো ফল হচ্ছে। অথচ আলেম সমাজের সমর্থন ছাড়া অশিক্ষিত জনগণের নিকট এ পরিকল্পনাকে ব্যাপক ভাবে চালু করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

৫। কৃষিজীবি ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত জনগণ সন্তানকে অর্থনৈতিক বোঝা মনে করে না। ৬/৭ বছর বয়সেই তাদের সন্তান কাজের সহযোগী হয়। ছেলেমেয়েদেরকে তারা আয়ের উৎসই মনে করে। তাই সন্তানের সংখ্যা কমাবার যুক্তি তাদের বোধগম্য নয়। শিল্প এলাকায় শ্রমিকগণ তাদের সন্তানদেরকে অর্থকরী কাজ জুটিয়ে দিয়ে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করে। বস্তি এলাকায় ছোট ছেলেমেয়েরা শহরে কাজ পায় বলে তাদের বাপ-মা তাদেরকে বোঝা মনে করে না।

এসব থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, দেশবাসীকে শিক্ষিত করা ছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রনের সাফল্য মোটেই আশা করা যায়

www.amarboi.org

না। এ খাতের বিরাট অংক শিক্ষাখাতে খরচ করা হলে পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও পূরণ হতে পারে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির যুক্তি সম্মত প্রয়োগ

১। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে জনগণের কল্যাণে প্রয়োগ করতে হলে সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে, জন্মনিয়ন্ত্রনের একমাত্র উদ্দেশ্য শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা। স্বাস্থ্যগত প্রয়োজনেই ঘন ঘন সন্তান যাতে না হয় সে জন্য বিবাহিত দম্পতিকে পরামর্শ দিলে বহু পরিবারের উপকার হবে। এতে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রয়োজনে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী।

কোরআনে শিশুকে দুবছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাবার অধিকার দিয়েছে। মায়ের দুধ যে শেষ্ঠতম খাদ্য সে কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। এর পক্ষে সরকারী প্রচার সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতা নারী দেহের সৌন্দর্য বহাল রাখার হীন স্বার্থে শিশুকে আল্লাহর দেয়া ঐ মহা নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করছে। মা গর্ভবতী হয়ে গেলে দুধ বন্ধ হয়ে যায় বলেই দুবছর যাতে গর্ভ না হয় সে চেষ্টা করা দোষণীয় নয়। এক সন্তানের পর কয়েক বছর গর্ভবতী না হলে মাও তার পূর্ণ স্বাস্থ্য সহজে ফিরে পেতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে মা যদি শিশুকে নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ায় এবং শিশুর প্রয়োজনীয় পরিমান দুধ উৎপাদনের উপযোগী খাদ্য খায় তাহলে গর্ভধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিলম্বিত হয়। শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে গর্ভধারণ বিলম্বিত করার চেষ্টা

www.amarboi.org

করা নাজায়েজ নয়। অবশ্য কে কী নিয়তে জন্মনিয়ন্ত্রণ করছে তা আল্লাহর নিকট গোপন থাকতে পারে না।

২। জন্মনিয়ন্ত্রের পদ্ধতি হিসাবে স্থায়ীভাবে গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট করা বা পুরুষের সন্তান জন্মাবার ক্ষমতা চিরতরে বন্ধ করা জায়েয নয়। একমাত্র বিভিন্ন জন্ম নিরোধ সরঞ্জাম বা ওশুধ ব্যবহার করা যাবে যাতে সাময়িকভাবে গর্ভরোধ করা যায়। ভেসেকটমী ও লাইগেশন পদ্ধতি রোগীর জীবর রক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া প্রয়োগ করা অবৈধ হওয়া উচিত।

৩। জন্মনিয়ন্ত্রনের সরঞ্জাম যাতে অবিবাহিতদের কাছে না পৌঁছে তার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিতে হবে। চিকিৎসার জন্য বিষের ব্যবহার যেমন নিয়ন্ত্রন করা হয়, তেমনি শুধু বিবাহিত দম্পতির মধ্যেই এর ব্যবহার সীমিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ উঠিয়ে দিয়ে সাময়িক জন্ম নিরোধ কার্যক্রমকে গণ স্বাস্থ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ এ ব্যাপারটা স্বাস্থ্য রক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট। এর জন্য পৃথক বিভাগের প্রয়োজন নেই।

৫। সরকারের সামগ্রিক কার্যক্রম থেকে আলেম সমাজ ও ধার্মিক জনগণের মধ্যে এ ধারণার সৃষ্টি হতে হবে যে সরকার ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী। সরকারের উপর এ বিষয়ে আস্থা সৃষ্টি না হলে মেয়াদী জন্মনিয়ন্ত্রনের বেলায়ও তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবেনা। ইমাম ও আলেমদের সহযোগিতা ছাড়া

www.amarboi.org

জনগণের মধ্যে যে গঠন মূলক কোন চিন্তাধারা চালু করা যাবেনা; তা সরকার অনুভব করেন বলেই ইমাম ও আলেমদেরকে জনসংখ্যা সমস্যা বুঝাবার এত প্রচেষ্টা চলছে।

থার্ড ক্লাস মেন্টালিটি

বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) তাঁর "ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ" গ্রন্থে যে তথ্য বহুল আলোচনা করেছেন তা কোন যুক্তিবাদী লোকের পক্ষে গ্রহণ না করে উপায় নেই। তিনি রসিকতা করে বলতেনঃ

"জন্ম নিয়ন্ত্রণের মনোবৃত্তি ট্রেনের থার্ডক্লাসে ভ্রমণকারী এক শ্রেনীর যাত্রীর মনোভাবের সাথে তুল্য। রেলের তৃতীয় শ্রেনীতেই সব চেয়ে বেশী ভীড় হয়ে থাকে। তাই কোন নতুন ষ্টেশনে এলে গাড়ীর ভেতরের যাত্রীদের কতক লোক 'জায়গা নেই' বলে চিৎকার জুড়ে দেয় এবং নতুন যাত্রী যাতে উঠতে না পারে সেজন্য রীতিমতো বাধা সৃষ্টি করে। আশ্চর্যের বিষয় যে, বহু চেষ্টা করে সকল বাধা অতিক্রম করে নুতন যারা কোন রকমে গাড়ীতে উঠতে সক্ষম হলো, তারা পরবর্তী ষ্টেশনে যেয়ে নতুন যাত্রীদের বিরুদ্ধে 'জায়গা নেই' বলে চীৎকার করতে থাকে। যদি জায়গা না থাকে তাহলে যারা অনেক্ষন গাড়ীতে চড়ে আছে তাদেরই নেমে যাওয়া উচিত যাতে অন্যরাও কিছু সুযোগ নিতে পারে।"

জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তাদের থার্ড ক্লাস মেন্টালিটি সম্পন্ন বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা শুধু রসিকতাই নয়, বাস্তব

www.amarboi.org

অবস্থাও তাই। দুনিয়ায় জায়গা নেই বলে যারা মনে করে এত বয়স পর্যন্ত দুনিয়া ভোগ করার পর তাদের আত্মহত্যা করা উচিত, যাতে নতুন লোকদের কিছুদিন দুনিয়ায় থাকার সুযোগ হয়। অথচ সবাই বৃদ্ধ বয়সেও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন।

খাদ্যের অভাবের দোহাই দিয়ে যারা নতুন মানুষের জন্ম রোধ করতে চান তারা ৪০/৫০ বছর বহু খেয়েছেন। এখন তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিন যাতে পরবর্তী জেনারেশনের কপালে কিছু খাদ্য জুটে। যারা উপার্জনের ক্ষমতা হারিয়ে বুড়ো বয়সে শুধু খাচ্ছেন তাদের চেয়ে নতুন শিশুদের হকই তো বেশী, যেহেতু তারা খাদ্য উৎপাদনের যোগ্য হবে।

ইসলামী চিন্তাবিদ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে যদি কেউ জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসাবে গন্য করেন এবং অর্থনৈতিক কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেন, তার পক্ষেও বর্তমান যৌন অরাজকতাকে বরদাশত করা সম্ভব নয়। যে পদ্ধতিতে আজকাল জন্মনিয়ন্ত্রনের চেষ্টা চলছে, তাকে কোন ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিই সমাজের জন্য কল্যাণকর মনে করতে পারেন না।

স্টেরিলাইজেশন ও ভ্রুন হত্যা ছাড়া যে সব পদ্ধতি বিবাহিত দম্পতির জন্য শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা জায়েয, সে সব পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণকে সীমাবদ্ধ করা ও অবিবাহিতদেরকে এসবের অপব্যবহার থেকে রক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া কোন ইসলামী চিন্তাবিদই জন সংখ্যা

www.amarboi.org

নিয়ন্ত্রন জায়েয বলে ফতোয়া দিতে পারেন না। কারণ এ জাতীয় ফতোয়ার ফলে যে যৌন অনাচার সমাজকে কলুষিত করবে এর দায়িত্ব কেউ নিতে সাহস করবেন না। অবশ্য যাদের আখিরাতের কোন পরওয়া নেই তাদের কথা আলাদা।

অর্থনৈতিক কারণে জাতীয় পর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয প্রমান করা কোন ইসলামী চিন্তাবিদের পক্ষে সহজ সাধ্য নয়। কোন দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা সীমিত করার পক্ষেই তারা এটুকু যুক্তি পেশ করতে পারেন যে, বাস্তব সমস্যা হিসাবে এটাকে গন্য না করে উপায় নেই। বাংলাদেশের উদাহরণ এ প্রসংগে বিশেষভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা

"মাত্র ৫৫ হাজার বর্গ মাইল এ দেশের মোট আয়তন। বর্তমানে (১৯৯০) এর জন সংখ্যা ১২ কোটির কম নয়। যে হারে লোক সংখ্যা বাড়ছে তাতে আগামী ১০ বছরে লোক সংখ্যা ১৪ কোটিতে পৌছবে। এ ক্ষুদ্র ভৌগলিক সীমা রেখার মধ্যে এত লোকের বসবাস কী করে সম্ভব হবে? আরও পঞ্চাশ বছর পর যে কী অবস্থা হবে তা কল্পনা করতে ভয় হয়।"

উপরোক্ত যুক্তিটিই অকাট্য বলে অনেকে মনে করেন। অবশ্য দুনিয়াটা বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করলে এ যুক্তিটি অকাট্য। আল্লাহর দুনিয়া বিস্তৃত। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে। এভাবেই আদম সন্তান দুনিয়ায় ছড়িয়েছে। এখনও বহু এলাকা অনাবাদী অবস্থায় পড়ে

www.amarboi.org

আছে। বাংলাদেশের সমুদ্রে নতুন নতুন বিরাট এলাকা ক্রমে জনবসতির যোগ্য হচ্ছে।

অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর দক্ষিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার বহু দেশে আবাদযোগ্য বিরাট এলাকা খালি পড়ে আছে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বিশ্বের মরুভূমি অঞ্চলেও আবাদ সম্ভব হচ্ছে। ঘন বসতি এলাকার মানুষকে অনাবাদী এলাকায় বসতি স্থাপনের সুযোগ দেবার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহর দুনিয়ার কোন এলাকা অনাবাদী ফেলে রাখার অধিকার কারো নেই। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দরুন যে সমস্যা মানুষ সৃষ্টি করেছে তার জন্য আল্লাহ দায়ী হবে কেন?

জন্মনিয়ন্ত্রনের কুফল যাদেরকে পেরেশান করছে, তারাই এ ধারায় চিন্তা করতে বাধ্য। কিন্তু মানুষকে পশুর ন্যায় স্বাধীন যৌন চর্চার সুযোগ দেবার মারাত্মক পরিনতি দেখেও যারা জন্মনিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করেন, তাদের নিকট যে ধর্ম, নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের কোন মূল্যই নেই তাতে আর সন্দেহ কি?

একটি পরিবারের লোক সংখ্যা বেড়ে গেলে এক বাড়ীতে জায়গা না হলে অন্য জায়গায় যেয়ে বাড়ী করতে বাধ্য হয়। এক গ্রামে জায়গা না হলে মাঠে আর এক গ্রাম গড়ে উঠে। এক এক দেশে জায়গা না হলে অন্য দেশে যেতেই হবে। বাস্তবেই দেখা যায় যে বাংলাদেশের লোক বিরাট সংখ্যায় বিদেশে যাচ্ছে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় বাংলাদেশী লোক যে সংখ্যায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তা বাস্তব অবস্থারই ফল।

www.amarboi.org

মানুষ যে দৃষ্টিভংগিতে চিন্তা করে সে ধারায়ই তার কর্মনীতি ও কর্মসূচী গড়ে উঠে। মুসলিম জাতি হিসাবে আমরা চিন্তা করতে যদি না চাই তাহলে ধর্মহীন নৈতিকতা বিমুখ চিন্তাধারা আমাদেরকে ধ্বংসের পথেই এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাংলাদেশের আয়তন বৃদ্ধি

১৯৭৫ সালের ৩০শে মে তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বিচিত্রায় জনাব মাহফুযুল্লাহ ফটো ও নক্সা সহকারে বঙ্গোপসাগরে নতুন জেগে উঠা চরের আয়তনের যে বিবরন দিয়ে দিয়েছেন তা বাংলাদেশের বর্তমান আয়তনের প্রায় সমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাট এলাকা অনাবাদী পড়ে আছে। জনসংখ্যা বেড়ে যাবার সাথে সাথে আল্লাহ পাক দেশের আয়তনও বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

মানুষ বৃদ্ধির ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার মহা পরিচালনার অংশ। তাঁরই পরিকল্পনায় দেশের আয়তন বাড়ছে। মানুষ কমাবার চেষ্টা আল্লাহর পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করারই শামিল। এটা আল্লাহর বিরুদ্ধে এক ধরণের বিদ্রোহ।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও খাদ্য পরিস্থিতির বিস্তারিত তথ্যের জন্য জনাব আবদুল খালেক রচিত "জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও বাংলাদেশ" এবং বাংলাদেশের খনিজ, কৃষিজ, বনজ, পানি, মৎস ও জনসম্পদ সম্পর্কে তথ্যাবলীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদের "আমার দেশ বাংলাদেশ" অধ্যয়ন করুন।

www.amarboi.org

মানব বংশ বিস্তারের ইতিহাস

গোটা মানব জাতি এক জোড়া পুরুষ ও নারীর বংশধর। বিরাট পৃথিবীর কোন এক স্থানেই তারা বসবাস শুরু করেন। ক্রমে বংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রয়োজনের তাগিদেই তারা আশে পাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এভাবেই মানব বংশ বিস্তার লাভ করে।

যদি তারা কোন একটা ভৌগলিক এলাকাকে তাদের একমাত্র স্থায়ী আবাসভূমি হিসাবে চিহ্নিত করে এর বাইরে কোথাও বসতি স্থাপন না করার সিদ্ধান্ত নিত তাহলে লোক সংখ্যা বেড়ে ঘনবসতি হয়ে যাবার আশংকায় জন্মহার কমাবার চিন্তা করতে বাধ্য হতো। আজ পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের অবস্থান একথাই প্রমান করে যে, জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে পৃথিবীর অনাবাদী এলাকা আবাদ করার উদ্দেশ্যে মানুষ জমীনে ছড়িয়ে পড়েছে।

কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার ঐ উদ্দেশ্যই পূরণ করেছে। আজ যারা আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছে তারা সে সব দেশে তাদের ইজারাদারী কায়েম করে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের প্রয়োজন ছাড়া বিদেশ থেকে কোন লোককে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেবেনা। বিরাট এলাকা অনাবাদী পড়ে থাকা সত্ত্বেও ঘনবসতিতে ভারাক্রান্ত কোন এলাকার মানুষকে তারা ওখানে আবাদ করার অনুমতি দিচ্ছেনা।

মৌলিক মানবাধিকারের বিচারে কোন দেশের বাসিন্দা-দের এমন সংকীর্ণ মনোবৃত্তি পোষনের অধিকার নেই। অনাবাদী

www.amarboi.org

এলাকার উপর তাদের মালিকানার দাবী অন্যায়। এ বিষয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে জনসংখ্যার চাপে পিষ্ট দেশসমূহ বলিষ্ঠ দাবী তুললে এ অন্যায়ের প্রতিকার সম্ভব।

বাংলাদেশের কথা

গত দু'শ বছরে বাংলাদেশের বহুলোক কঠোর পরিশ্রম করে আসামের বিরাট বিরাট গহীন জংগল আবাদ করেছে। জনসংখ্যার চাপেই তারা বাধ্য হয়ে আসামে গিয়েছে এবং তারা গিয়েছে বলেই আসামের বিস্তীর্ণ এলাকা উৎপাদন যোগ্য হয়েছে। আসামের আদিবাসীরা কোন্ মানবিক অধিকারের দাবীতে আজ বাংলাভাষীদেরকে তাড়াচ্ছে? এভাবে ভাষা, বর্ণ ও ভূগোলের প্রশ্ন তুলে মানবতার দুষমনরা সংকীর্ণ জাতীয়তার দোহাই দিচ্ছে।

এ জঘন্য অমানবিক প্রবনতার বিরুদ্ধে আওযাজ না তুলে জনসংখ্যা কমাবার কৃত্রিম প্রচেষ্টা হীনমন্যতা, কাপুরুষতা ও পরাজিত মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। বিশ্বমানবতার মহান বানী বহন করার উদ্যোগ ব্যতীত জনসংখ্যা সমস্যার সত্যিকার সমাধান হতে পারে না।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বহু দেশে বসবাস করছে। প্রবাসী বাংলাদেশের আয়ের বিরাট অংশ বাংলাদেশের দারিদ্র দূর করতে সহায়তা করছে। অন্যান্য দেশ থেকে মানুষ বাংলাদেশে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেনা। এটাই স্বাভাবিক। যে এলাকায় জনসংখ্যা বেশী সেখানে বাইরের লোক আসেনা। কিন্তু যেখানে লোক কম সেখানে যদি যেতে বাধা দেয়া হয়

www.amarboi.org

তাহলে জনসংখ্যা সমস্যা কোন কালেই সমাধান করা সম্ভব হবেনা। অনাবাদী এলাকায় ঘনবসতির এলাকার লোকদেরকে যেতে দেবার ব্যাপারে পূর্ব থেকে দখলদার লোকদের বাধা দেবার এ সংকীর্ণ মনোবৃত্তি এদেশের মধ্যেও দেখা যায়। বাংলাদেশের পার্বত্য জিলায় যে উপজাতীয়রা প্রাচীন কাল থেকে বসবাস করছে তাদের একটি শ্রেনী অন্যান্য জিলার লেকদেরকে বশতি স্থাপন করতে বাধা দিচ্ছে। এটা রাষ্ট্র পরিচালকদের ভ্রান্ত নীতির কারণে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উস্কানীরই ফল।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মানবতাবাদী আন্দোলন ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য মানবাধিকার সংস্থাদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

সব সমস্যার আসল সমাধান

মানব জীবনের যত সমস্যা দেখা দেয় তার সঠিক সমাধান তালাশ তরতে যেয়ে যারা আল্লাহ ও রাসূলের হেদায়াতের কোন ধার ধারেনা তারাই সমাজের সমস্ত অশান্তি ও বিশৃংখলার হোতা। যাদের হাতে দেশের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব তাদের চিন্তাধারা যদি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত না হয় তাহলে দেশের সমস্যা আরও বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। যে সব দেশকে আমাদের নেতারা অনুকরণ করছেন সে সবদেশ দুনিয়াকে বিভিন্নভাবে শোষণ করে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে।

বাংলাদেশের পক্ষে শোষণ করার এমন কোন সুযোগ নেই। তদুপরি এদেশ মুসলিম প্রধান। তাই আল্লাহ ও রাসূলের

www.amarboi.org

নির্দেশিত পথ ছাড়া আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। কতক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারণে বাংলাদেশ অন্যতম দরিদ্র দেশে পরিণত হয়েছে এবং জনসংখ্যা একটি বিরাট সমস্যা মনে হচ্ছে। সব সমস্যার আসল সমাধানের যোগ্য নেতৃত্বের অভাবই এদেশের প্রধান সমস্যা।

এ দুর্ভাগা দেশের দুর্ভাগ্যের আসল কারণই হলো আদর্শহীন ও চরিত্রহীন নেতৃত্ব। একটি মুসলিম প্রধান দেশ হিসাবে এদেশ পরিচালনার দায়িত্ব এমন লোকদের হাতে থাকা দরকার, যাদের মন মগজ ও চরিত্র ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র, ইসলামী জ্ঞান ও আদর্শে গঠিত। সঠিক জ্ঞান ও নির্মল চরিত্রের কোন বিকল্প নেই। দুর্নীতিপরায়ন নেতৃত্বই গোটা জাতিকে রসাতলে নিয়ে যায়। জনগণ থেকে দুর্নীতির সূচণাও হয়না এবং উপর তলায়ও পৌঁছেনা। দুর্নীতি উপর থেকেই নাযিল হয়।

সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া এ জাতির কোন সমস্যারই সমাধান হবেনা। বরং পুরানো সমস্যা আরও জটিল হবে এবং নতুন নতুন সমস্যার জন্ম হবে। এ জাতীয় নেতৃত্ব আসমান থেকে রেডীমেড নাযিল হয় না। এ নেতৃত্ব বিদেশ থেকে আমদানী করার মতো পন্যও নয়। আল্লাহর রাসূল দীর্ঘ সাধনায় এ জাতীয় একদল লোক তৈরী করার পর তাঁদের হাতে যখন নেতৃত্ব এলো তখনই মানব জাতি মুক্তির পথ পেল। যারা সততা পছন্দ করে তাদেরকে সংগঠিত করে যোগ্য করে গড়ে তোলা এবং যারা যোগ্যতা সম্পন্ন তাদেরকে চরিত্রবান করে তোলার যে স্বাভাবিক বিজ্ঞান সম্মত পন্থা আল্লাহর রাসূল অবলম্বন করে ছিলেন তার কোন বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে না।

www.amarboi.org

আল্লাহর রাসূল যেমন ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে উপযোগী লোক সংগ্রহ করেছিলেন জামায়াতে ইসলামীও ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করেই সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব ও যোগ্য নেতৃত্ব কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সূরা নূরের ৫৫ আয়াতে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল এমন একদল লোক যোগাড় হলে তাদের হাতে তিনি নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তুলে দেবেন। এ জাতীয় সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া দেশের কোন সমস্যারই সঠিক সমাধান সম্ভব নয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণের আরও একটা মারাত্মক পরিণাম

সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেনীর লোকের সংখ্যা এমনিতেই কম। দরিদ্র ও নিম্নশ্রেনীর লোকের সংখ্যাই বেশী। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিম্ন শ্রেনীর মধ্যে খুবই কম প্রচলিত। ফলে তাদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। আর শিক্ষিত ও মধ্যবিত্তদের জন্মহার কমে যাচ্ছে। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আচার-আচরণে নিম্ন শ্রেনীর লোকেরা স্বাভাবিক কারনেই নিম্ন মানের। মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেনীর লোকেরাই রাষ্ট্র ও সমাজে নেতৃত্ব দেয়। তাদের সংখ্যা আরও কমতে থাকলে সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হতে বাধ্য।

একটি অশিক্ষিত দারিদ্র পরিবার শিক্ষা ও কৃষ্টিতে মধ্যবিত্ত মানে পৌছতে কমপক্ষে দুপুরুষ পার হয়ে যায়। গণতন্ত্রের প্রচলনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্ন শ্রেনীর মধ্য থেকে নেতৃত্বের দায়িত্ব এমন সব লোকের হাতে আনা সম্ভব, যাদের শিক্ষা, ঐতিহ্যগত মান এবং চিন্তাশক্তি ও মেধার মান দেশ ও জাতির মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে পারে।

www.amarboi.org

বিখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর "Principle of Social Reconstructions" বইতে এ সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য করেনঃ

"অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন না হলে ক্ষয়িষ্ণু শ্রেনীটি ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং যাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তারাই সারা দেশে ছেয়ে যাবে। যারা সংখ্যায় বাড়ছে তারা হচ্ছে নির্বোধ, মাতাল, নিস্তেজ ও দরিদ্র। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমান ও উৎকৃষ্ট শ্রেনীর লোকসংখ্যা কমে যাচ্ছে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের বংশধরদের প্রত্যেক শ্রেনী থেকে উত্তম অংশ নষ্ট হয়ে চলেছে।"

একজন শিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত দম্পতির যদি ৫/৬ টি সন্তান হয় তাহলে তা কষ্ট করে হলেও তাদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলে। কিন্তু অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিক সন্তানদেরকে শিক্ষিত করার চেয়ে পেশায় অংশীদার করাই পছন্দ করে। এ অবস্থায় শিক্ষিতরাই জন্মনিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে একটু আরাম আয়েশের প্রয়োজনে দেশের বিরাট ক্ষতি করছে। আর নিম্নশ্রেনীর সংখ্যা বেড়ে সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। এ কারণেই এক শতাব্দি পূর্বে যে ফ্রান্স জন্মনিয়ন্ত্রনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল সে ফ্রান্সেই বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আন্দোলন চলছে। আমরা হিতাহিত বিবেচনা না করেই বানরের মতো অন্ধভাবে পাশ্চাত্বের একশ বছর আগের ভ্রান্ত চিন্তা নকল করে চলেছি। তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তারা যা পরিত্যাগ করেছে আমরা এখনও তাই অনুকরণ করছি।

www.amarboi.org

চিকিৎসার উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ

আগেই আলোচনা হয়েছে যে, মা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা জায়েয বলে সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে ধার্মিক লোকেরা স্বাস্থ্যগত প্রয়োজন সত্ত্বেও জন্মনিয়ন্ত্রণ করেন না।

১। কতক লোক জন্ম নিয়ন্ত্রন করা সকল অবস্থায়ই গুনাহ মনে করেন এবং স্বাস্থ্যগত কারণে জায়েয বলে জনেন না।

২। অনেকে জন্ম নিয়ন্ত্রনের সরঞ্জাম যোগাড় করতে লজ্জাবোধ করেন। দোকানে যেয়ে দাঁড়ি টুপী পরিহিত দ্বীনদার লোকের পক্ষে কনডম চাওয়াতে লজ্জাবোধ করা অস্বাভাবিক নয়।

৩। গর্ভ সঞ্চার হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে বলে এ পদ্ধতি কেউ কেউ অর্থহীন মনে করেন।

কিন্তু রোগ হওয়া ও আরোগ্য লাভ করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর বলে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যেমন চিকিৎসা করা কেউ নাজায়েয মনে করে না, তেমনি নিছক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করাও দোষণীয় নয়। চিকিৎসার প্রয়োজনে স্ত্রীকে কোন পুরুষ ডাক্তার দেখাতে যেমন লজ্জাকে উপেক্ষা করতে হয়, তেমনি জন্মনিয়ন্ত্রনের সরঞ্জাম যোগাড় করতে লজ্জা ত্যাগ করা সম্ভব।

আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি এমন এক জ্ঞান যা পূর্বে জানা ছিলনা। এখন জানা থাকার কারণে এ পদ্ধতি চিকিৎসা

www.amarboi.org

হিসাবে ব্যবহার করা মোটেই দোষণীয় হতে পারে না। পদ্ধতিটি নিজে মন্দ নয়। মন্দ উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা অবশ্যই দোষণীয়। বিজ্ঞানের কোন অবদানই নিজে মন্দ নয়। এর অন্যায় ব্যবহারই মন্দ।

ইসলাম মানুষকে সমস্যায় ডুবিয়ে মেরে ফেলতে চায়না। সমস্যার সমাধান অবশ্যই দেয়। কোন নারীর যদি এমন কোন অসহনীয় রোগ থাকে যা আরোগ্য হবার আশা করা যায়না বা যা সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হবার আশংকা আছে বলে কোন দ্বীনদার ডাক্তার নিশ্চয়তা সহকারে বলেন তাহলে ঐ মহিলা স্থায়ীভাবে বন্ধা হবার উদ্দেশ্যে লাইগেশন করালে আল্লাহ পাক মাফ করবেন বলে আশা করা যায়। এমনকি কোন গর্ভবতী নারীর জীবন রক্ষার প্রয়োজনে যদি অভিজ্ঞ ডাক্তার ভ্রুন হত্যা করা ছাড়া কোন উপায় নেই বলে মনে করে তাহলে তাও জায়েয। সুতরাং হালাল ও হারাম এবং জায়েয ও না-জায়েযের বিধানের মধ্যে সীমারেখা টানা রয়েছে। এক অবস্থায় যা না-জায়েয, তা অন্য অবস্থায় জায়েয হতে পারে।

আমি অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করছি যে বহু ধার্মিক দম্পতির পারিবারিক জীবন স্ত্রীর ঘন ঘন সন্তান বছরে একটি সন্তান পয়দা হওয়ার কারণে স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। সন্তান মায়ের দুধ ও যত্ন থেকে বঞ্চিত হয় এবং স্বামীও স্ত্রীর খেদমত ও সান্নিধ্য পায়না। গোটা পরিবার অশান্তিতে ডুবে যায়।

আমার পরিচিত এক ইমামের ৫ বছরে ৩টি সন্তান ও এক ইঞ্জিনিয়ারের ৯ বছরে ৬টি সন্তান হওয়ার ফলে স্ত্রী মরনাপন্ন ও দুধের শিশু স্বাস্থহীন হওয়ায় তারা পেরেশান হয়ে আল্লাহকে দোষী সাব্যস্ত করে বসলেন। আমার কাছে দোয়া চাইলে আমি তাদেরকে জন্মনিয়ন্ত্রনের পরামর্শ দিলাম। দু

www.amarboi.org

বছরের মধ্যে আর গর্ভ সঞ্চার না হওয়ায় ক্রমে স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় পরিবারে শান্তি ফিরে এলো। স্বামী নতুন করে স্ত্রীকে পেলেন এবং সন্তানেরা মায়ের সেবা যত্নের স্বাদ পেল।

আমাদের সমাজে গর্ভবতী স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়েরা এভাবে একটি সন্তান হলেই স্বাস্থ্য ভেংগে পড়ে। প্রসবের পর আরও যত্ন দরকার যা তারা পায় না। যে সব খাবার খেলে শিশু মায়ের দুধ বেশী পেতে পারে তা খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হয় না। ফলে আবার অল্প দিনের মধ্যেই গর্ভবতী হয়ে পড়ে। যদ্দিন শিশু মায়ের দুধ প্রচুর পায় তদ্দিন সাধারনতঃ গর্ভসঞ্চার হয় না। শিশুর রিযকের খাতিরেই আল্লাহ্ পাক ফিতরাতের মধ্যে এ বিধান রেখেছেন।

তাই মায়ের স্বাস্থ্য, শিশুর পুষ্টি, স্বামীর সুখ ও পরিবারের শান্তির স্বার্থে যাতে ঘন ঘন সন্তান না হয় সে উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে জন্মরোধ করার চেষ্টা করা কোন দিক দিয়েই দোষণীয় নয়। ধার্মিকতার দোহাই দিয়ে এ বিষয়ে বাধা দেয়া মোটেই দ্বীনদারীর পরিচায়ক নয়।

বিলাতে আমার এক ঘনিষ্ট আত্মীয়ের সাড়ে পাঁচ বছরে ৪টি সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ যত্ন ও বিশুদ্ধ খাবারের ব্যবস্থা করার ফলে মা ও সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল আছে। এভাবে ব্যবস্থা করার সাধ্য ও সুযোগ থাকলে জন্মনিয়ন্ত্রনের দরকার নেই। অবশ্য শিশুরা মায়ের দুধের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

রোগের চিকিৎসার বেলায় যেমন নিশ্চিত বলা যায়না যে রুগী আরোগ্য হবেই, তেমনি জন্মনিয়ন্ত্রনের চেষ্টাও সব সময়

www.amarboi.org

সফল নাও হতে পারে। জন্মনিয়ন্ত্রনের সরঞ্জাম ব্যবহারে অসাবধানতা বা সরঞ্জামের কোন ত্রুটির দরুন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

সর্বশেষে একথা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আল্লাহ পাক মনের খবর রাখেন। তাই কে কী নিয়তে ও কোন কারণে জন্মনিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করছে তা আল্লাহর নিকট গোপন থাকবেনা।

অর্থনৈতিক কারণে যদি কেউ তা করেন তাহলে এর জন্য তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট দোষী সাব্যস্ত হবেন।

একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

আমাদের দেশে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব সরকার বহন করে না। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এ পরিস্থিতির পরিবর্তন আশা করা যায়না। বর্তমান অবস্থায় কোন দম্পতি যদি অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে সে কি আল্লাহর নিকট দায়ী হবে?

এ জাতীয় প্রশ্ন আরও অনেক বিষয়েই করা যায়। ঘুষ না দিলে ন্যায্য অধিকারও পাওয়া যায়না বলে বাধ্য হয়ে ঘুষ দিলে গুনাহ হবে কিনা? অল্প বেতনে বাঁচার মতো খাবারও যদি যোগাড় না হয়, তাহলে বাধ্য হয়ে হারাম পন্থায় আয় বাড়ালে এর গুনাহ মাফ হবে কিনা?

এ সব প্রশ্নের জওয়াব হলো এই যে, আল্লাহপাক আখিরাতে সবার উপর ইনসাফ করবেন। কারো উপর তিনি

www.amarboi.org

যুল্‌ম করবেন না। কে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, আর কে ক্ষমার উপযুক্ত এর চূড়ান্ত ফায়সালার ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর হাতে। এ দায়িত্ব আর কারো উপর নেই। তাই প্রত্যেককে নিজ দায়িত্বেই তার করনীয় কী সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দুনিয়ার কোন মুফতী কাউকে এ ধরণের অবস্থায় কোন হারামকে হালাল বলা বা কোন নাজায়েয বিষয়কে জায়েয বলে রায় দেবার দায়িত্ব নিতে রাযী হবেন না।

তবে আল্লাহ তায়ালা এ ধরণের সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে একটি মূলনীতি দিয়েছেন, যার আলোকে প্রত্যেককে নিজের দায়িত্বেই সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দিয়েছেন। যেসব জিনিষ খাওয়া হারাম এর তালিকা উল্লেখ করে কুরআন মজীদে হারাম খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে বলা হয়েছেঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ـ البقرة : ١٧٣

"অবশ্য যে ব্যক্তি একান্ত বাধ্য হয়ে ঐ সব জিনিষ খায়; কিন্তু তার যদি আইন অমান্য করার নিয়ত না থাকে এবং প্রয়োজনের বেশী না খায় তাহলে তার কোন গুনাহ ধরা হবেনা।" (সূরা বাকারাহ–১৭৩)

অর্থাৎ হারাম কখনও হালাল হয়ে যাবেনা। অবশ্য ঐ সব শর্ত মেনে যদি কেউ হারাম খায়, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দিবেন।

www.amarboi.org

প্রধান কার্যালয়	বিক্রয় কেন্দ্র ঃ	
আধুনিক প্রকাশনী ২৫, শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ২৩৫১৯১	❑ ৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার, ওয়ারলেস রেল গেট, ঢাকা-১২১৭	❑ ৪৩ দেওয়ানজী পুকুর লেন দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
	❑ ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী বায়তুল মোকররম, ঢাকা।	❑ ৫৫ খানজাহান আলী রোড, তারের পুকুর, খুলনা।